রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা-১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ১০ শ্রাবণ – ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৬ ঃ ২৭ জুলাই – ২ আগস্ট, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 40, 27 July - 2 August, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ঠাকুমা ইন্দিরার কায়দায় এবার রাজনীতির মঞ্চে

আবির্ভূত হতে চাইলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। লোকসভা ভোটের বিপর্যয় কাটাতে উত্তরপ্রদেশের আদিবাসী খুনকে তুরুপের তাস করতে অকুস্থলে যাচ্ছিলেন তিনি। পথেই রুখে দিয়ে তাঁকে আটকে রাখা হল চুনার দুর্গে। সৌজন্যে আদিত্যনাথ যোগীর সরকার।

রবিবার: পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন

রাজস্থানের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জগদীপ ধনখড়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে রাজ্যপাল নিয়োগের কথা জানান। তার আগেই অবশ্য রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে রাজ্যপালের নাম ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের নাম পড়ে জানায় শুরু হয়েছে বিতর্ক।

সোমবার: ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে কাটমানির পালটা দাওয়াই

হিসেবে ব্ল্যাকমানির বিরুদ্ধে অভিযানের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। যদিও ধারেভাবে এবারের শহিদ দিবস অনেকটাই ক্ষীয়মান বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের।

মঙ্গলবার: শেষপর্যন্ত চাঁদে সফল যাত্রা করল ভারতীয়

চন্দ্রযান। এই চন্দ্রাভিযানকে ভারতের ইতিহাসে ধরা হচ্ছে এক যুগান্তকারী অধ্যায় হিসেবে।

বুধবার: কর্ণাটকে সরকার গড়ার একবছরের মধ্যে ভেঙে গেল

কং-জেডিএস নেতৃত্বাধীন সরকার। আস্থা ভোটে বিজেপির কাছে হেরে আপাতত রণভঙ্গ দিলেন টিম কুমারস্বামী।

বৃহস্পতিবার: বিরোধীর প্রবল বাধাকে উপেক্ষা করে সংসদে পাশ

হল ইউপিএ সংশোধনী বিল। এর ফলে রাষ্ট্রবিরোধিতার জন্য কেন্দ্র কাউকে মনে করলে গ্রেফতার করতে পারবে। একেই স্বৈরতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে বিরোধীদের বক্তব্য এর ফলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না।

শুক্রবার: তিন তালাকের মতো তালিবানি প্রথার অভিশাপ থেকে

মুসলিম মহিলাদের বাঁচাতে প্রথম থেকেই অগ্রণী বিজেপি। এই দিন লোকসভায় তা পাশ করানো হল ফের। রাজ্যসভাতেও এই বিল পাশ করানোর ব্যাপারে আশাবাদী সরকার।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বৃষ্টির ঘাটতিতে ধান চাষের দফারফা

নদীর জল থেকে বঞ্চিত কৃষকরা

কুনাল মালিক

সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে বজবজ -২ নম্বর ব্লকের হুগলি নদী বাঁধের স্লুইস গেটগুলি।

শ্রাবণ মাসের অর্দ্ধেক হয়ে গেল, এখনও সে অর্থে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বর্ষার দেখা নেই। ফলে এই জেলার আমন ধান চাষের দফারফা অবস্থা। এখনও পর্যন্ত সরকারি হিসাব অনুযায়ী জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি ৪৬ শতাংশ। জেলায় মোট ৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়। কিন্তু এখনও ১০ শতাংশ জমিতেও বীজতলা রোপন করা যায়নি। যেটুকু বীজতলা হয়েছিল প্রখর রোদে শুকিয়ে যাচ্ছে। যদি আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাষ অনুযায়ী ২৬-২৭ জুলাই বৃষ্টি শুরুও হয়, নতুন বীজতলা করে রোপণ (পোঁতা) অসম্ভব হয়ে পড়বে। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হুগলি নদী তীরবর্তী অঞ্চল গুলির কৃষকদের নানা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। যেমন বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বিড়লাপুর তিনফটক থেকে বুড়ুল পর্যন্ত নদী বাঁধে যে সমস্ত স্লুইস গেট আছে তার অধিকাংশই বন্ধ। ফলে কোটালের জল জমিতে যাচ্ছে না, যার ফলে গজাপোয়ালী, বুড়ুল, কামরা, সাতগাছিয়া অঞ্চলের কয়েকশো বিঘা জমিতে ধান চাষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সেটা করা যাচ্ছে না। বারাতলায় গিয়ে দেখা গেল একটি স্লুইস গেট মেরামত করার সময়, কার্যত বালির বস্তা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওই গ্রামের কৃষকরা বারবার পঞ্চায়েতে জানালেও কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা দিব্যেন্দু হালদার জানালেন, এখুনি গেট খুলে দেওয়া হোক। আমাদের চাষবাস বন্ধ হয়ে গেল। বাহিরকুঞ্জ এলাকায় একটি স্লুইস গেট জনগনই খুলে দিয়েছে। জেলার সর্বত্রই এই চিত্র।

সূত্রের খবর স্লুইস গেটগুলি খোলা ও বন্ধ করার পর্যাপ্ত কর্মী সেচ দফতরের হাতে নেই। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকেই মূলত দেখা শোনা করার কথা। কিন্তু পঞ্চায়েতও সে ব্যাপারে গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ বছর প্রায় খরার পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কৃষি ও সেচ দফতরের আরও সমন্বয় দরকার ছিল বলে অনেকেই মত প্রকাশ করছেন। সাতগাছিয়ার হাউড়ি গ্রামের কৃষক নেপাল ভৌমিক জানালেন, বারাতলা থেকে যে শ্রুতি খালের মাধ্যমে নদীর জল আসতো তা আর আসছে না, এর ফলে আমন ধান চাষ এবার ক্ষতির মুখে। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ শান্তনু পাল জানালেন, বারবার পঞ্চায়েতের প্রধানদের বলা হচ্ছে কোথায় সমস্যা আছে জানান, তাহলে আমরা সেচ দফতরের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। কিন্তু চকমানিক পঞ্চায়েত ছাড়া কেউই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হননি। জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী বিষয়টি জেনে সঙ্গে সঙ্গে সেচ দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অশেষ সাহাকে ফোন করেন। সেখ বাপী জানান, আমরা শীঘ্রই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্রের মাধ্যমে লিখিতভাবে বিষয়টি এসডিও(২) কাজল মণ্ডলকে জানাচ্ছি।

জেলা কৃষি দফতরের এক আধিকারিক জানান আমন ধান চাষ নিয়ে জেলা প্রশাসন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তবে এখনও খরার পরিস্থিতি হয়নি। এই সপ্তাহে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। দেখা যাক কী হয়। কৃষি দফতর পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখছে। প্রয়োজনে সেচ দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে নদীর জল যাতে কৃষকরা পায় তার ব্যবস্থা করা হবে। প্রসঙ্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকেই এবার কৃষকরা বৃষ্টির ঘাঁটতিতে সমস্যায় পড়েছেন আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে। অনেক আগে থেকেই কৃষি ও সেচ দফতর সমন্বয় সভা করে এব্যাপারে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করত তাহলে এই অবস্থার মুখে কৃষকদের পড়তে হত না। আমন ধান চাষ না হলে অঅগামী দিনে চালের দাম উর্দ্ধমখী হবে। তখন নতুন করে সমস্যা বাড়বে। তাই এব্যাপারে এখনই বিকল্প উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

সরকারি উদ্যোগে ধারা শ্রাবণের বৃষ্টি বাতিল

শক্তিভূষণ সরকার

বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের দুর্ভাগ্য তাদের শ্রাবণ মাসের ধারা বৃষ্টি দেখার সৌভাগ্য আর হয়ে উঠবে না। ষাটোর্ধ বয়সের মানুষের মণিকোঠায় ধারা শ্রাবণের অমৃত বর্ষণ কেবলই ছবি হয়ে টিকে রয়েছে। আষাঢ়ের পশলা বৃষ্টিতে ক্ষণে ক্ষণে বিরতি থাকত। ক্ষণেক বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে রোদের ঝিলিক ধানের চারা সালোকসংশ্লেষ করে দ্রুত বেড়ে উঠত। শ্রাবণের ধারায় বিরতির বিরাম থাকত না। বৃষ্টিতে নদী-নালা পুকুর জলে উথলে উঠে চারদিক জলমগ্ন হয়ে পড়ত। দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক, গোলপার্ক, টালিগঞ্জ রেস পুল সংলগ্ন এলাকার জল রবীন্দ্র সরোবরের জলের ছোঁয়ায় মিলে মিশে এক হয়ে যেত। সরোবরের জলের মাছ, জলমগ্ন রাস্তায় খেলে বেড়াত। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ নয়নে এই ধারায় মন প্রাণে প্লাবিত হয়ে মহানন্দে কত গানই না রচনা করে গেছেন। আমরা আজ সেই গান গেয়েই তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলি- বাস্তবে আর ধারা শ্রাবণ দেখার সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারছি না- পারবও না।

ধারা শ্রাবণের মূল ফর্মূলাই হল, রাজস্থানের মরুভূমির উপর ৯৯৬ থেকে ৯৯৮ মিলিবার বায়ুর চাপ হতে হবে। ভারত উপমহাদেশের আর কোথাও এই চাপ থাকবে না। বস্তুত শ্রাবণে সূর্যদেব উত্তরায়নের দৌড় শেষ পর্যায়ে এসে পড়ে। কর্কটক্রান্তির উপর হেলে পড়ায় তাপ বেশি পেয়ে সবচেয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মরুভূমির খোলা প্রান্তরের বালির তাপ মহাদেশের অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশি হয়। অন্যান্য স্থানে কিছু না কিছু গাছপালা থাকেই। থাকে নদী-নালা-খাল-প্রচুর জাতীয় ছোট বড় জলাশয়ের উপস্থিতি। মরুভূমি কার্যত শ্রাবণ মাসে ব্লাস্ট ফার্নেসের মতো উত্তপ্ত হয়ে সুগভীর নিম্নচাপ (L) গঠন করে। এই (L) এর প্রভাবে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা

পূর্ণ করতে স্বাভাবিক নিয়মে বাতাসে ছুটে আসতে বাধা পায়। খোলা থাকে দক্ষিণ-দিক, দক্ষিণ দিক থেকে তাই ছুটে আসে দখিনা বাতাসে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য বাতাস সিধে আসতে পারে না। বাতাস মোচড় খেয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে ছুটে আসে তীব্র গতিতে। সঙ্গে নিয়ে আসে সমুদ্রের অসংখ্য ভিজে বাতাস। দক্ষিণ পশ্চিমের কেরালা থেকে দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রের উপকূলের কান ঘেঁষে মেঘেরা সদলবলে জল ছড়াতে ছড়াতে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ছুঁয়ে উত্তরের তরাই অঞ্চলে হিমালয়ের ধাক্কা খেয়ে রাজস্থানের মরু অঞ্চলের দিকে ছুটে যেত। দুরন্ত মেঘেরা সারা ভারতের স্থলভাগে নেচে গেয়ে বেড়াত। শ্রাবণে তাই কাউকে বলতে হতো না কার পাড়ায় বৃষ্টি হয়েছে আর কোন পাড়ায় বৃষ্টি পায়নি। বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকত নিশ্বাস তথা জলদ মেঘের দাপুটে খেলা।

এরপর পাঁচের পাতায়

উপেক্ষাই কাল হল ভারতবাসীর

ওঁকার মিত্র : 'তবে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশ কুমার দাস বলছেন, বঙ্গোপসাগরে কোনও নিম্নচাপ বা শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত দানা বাঁধলে বর্ষা জোর পায়। মৌসুমী অক্ষরেখা ও গাঙ্গেয় বঙ্গে থিতু হয়। কিন্তু এবার সেই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে না। কেন দেখা যাচ্ছে না, তার সদুত্তর আবহাওয়াবিদদের কাছে এখনও নেই।' রাজ্যের বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের আবহাওয়া সক্রান্ত একটি সংবাদের শেষ কটি লাইন দিয়ে এই নিবন্ধের শুরু করলাম। কারণ আবহাওয়া সম্পর্কে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার ও বহুমূল্য মেশিন পত্তর নিয়েও আবহাওয়াবিদরা মৌসুমী বায়ুর গতিপ্রকৃতি ধরতে পারছেন না। অথচ মরু সবুজায়নের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে মৌসুমী বায়ু যে একদিন হারিয়ে যাবে তা ৩৬ বছর আগেই বলে দিয়েছিলেন ভূবিজ্ঞানী অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

মোদীময় ২১ জুলাই

শক্তি ধর: দেশজুড়ে মোদীর জয়জয়কার, বাংলায় পদ্মের আধিপত্য এবং রাজ্য জুড়ে কাটমানি বিক্ষোভের পর এবারের ২১ জুলাই ছিল কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিবছরই এদিনের সমাবেশ থেকে তৃণমূলীদের বার্তা দেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এবারের শহিদ স্মরণ যে এমন মোদীময় হয়ে উঠবে তা অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন নি। মমতার বক্তব্যের প্রথম থেকে শেষ লাইন, স্লোগান ও শেষে পুরসভার স্বচ্ছতা অভিযান সবই মনে করিয়ে দিয়েছে বিজেপির পোস্টারবয় নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সাফল্যকে। মমতা পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন নজরুল মঞ্চে তাঁর 'মহৎ' উদ্দেশ্যে বলা কাটমানি দাওয়াই নিজের দলের ফাটল চওড়া করেছে। তাই কাটমানি বিক্ষোভের মোকাবিলা করতে বিজেপির বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমানি বিক্ষোভ শুরু করতে বলেছেন। অর্থাৎ বাংলায় এবার মুখোমুখি দুর্নীতি যুদ্ধের বিপুল সম্ভাবনা। এর ফলে বিশ্ব বাংলার গ্রাম-শহরে অশান্তি অব্যাহত থাকবে বলেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা। এবারের শহিদ মঞ্চের ট্যাগলাইন ছিল ইভিএম নয় ব্যালট চাই। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অধীনে পঞ্চায়েত ও পুরভোট ব্যালটে হবে বলে ঘোষণাও করেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা মৌসুমীর?

কল্যাণ রায়চৌধুরী : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে উত্তর চব্বিশ পরগনার কামদুনি আবার নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে চলেছে। প্রায় ছ' বছর আগে ২০১৩ সালে এক নৃশংস ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই জেলার কামদুনি উঠে আসে সংবাদের

আবার কামদুনি

শিরোনামে। যার জেরে সে সময় আই সি ভিত্তিক বারাসত থানা ভেঙে চারটি থানায় রূপান্তরিত হয়। অবিভক্ত বারাসত থানার অন্তর্গত কামদুনি, থানা বিভাজনের পর মধ্যমগ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত হয়। পাশাপাশি অপরাধীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে 'কামদুনি প্রতিবাদী মঞ্চ' নামে এক অরাজনৈতিক সংগঠনের সূচনা হয়। যার প্রধান দুই প্রতিবাদী মহিলা মুখ ছিলেন মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল। তাদের সেই অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন রাজ্য রাজনীতিকে নাড়িয়ে দেয়। যার ফলস্বরূপ অপরাধীরা গ্রেফতার হয় ও সাজাপ্রাপ্ত হয়। কামদুনিবাসীদের মন পেতে রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়ে চাকরি সহ অন্যান্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এবং এলাকাবাসীদের দাবি মেনে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয় ও রাস্তায় বসানো হয় আলো। কামদুনির উপর দিয়ে চালু করা হয় গাড়ির নতুন রুট। কিন্তু দিন গড়ানোর সাথে সাথে সব পরিষেবাই ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ।

এরপর পাঁচের পাতায়

মাতলা নদীর তীরে চলছে বৃক্ষনিধন, উদাস প্রশাসন

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে একদিকে যেমন এক ফোঁটা বৃষ্টিপাত নেই তার পাশাপাশি চলছে খরা প্রবণতা। আবার অহরহ বৃক্ষনিধন করে প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করার জন্য মূলত দায়ী সাধারণ মানুষ। ফলে অসচেতনতার জন্য সাধারণ মানুষই তার নিজের বিপদ ডেকে আনছে।একের পর এক বৃক্ষনিধন করে সবুজ পরিবেশ তথা ভারসাম্যকে ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে বেশ কিছু দুষ্কৃতী সহ স্থানীয় গ্রামবাসীরা। ফলে একদিকে যেমন ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের ঐতিহ্য হ্রাস পাচ্ছে আবার তেমন ভাবেই পরিবেশ দুষিত হচ্ছে। ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের সংলগ্ন মাতলা নদীর তীরে চলছে বৃক্ষনিধন,উদাস প্রশাসন। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১ নং ব্লকের মাতলা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ১৯৮৬ সালে গড়ে উঠেছিল ডাবু পর্যটন কেন্দ্র। তৈরি হয়েছিল পিকনিক স্পটও।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিশুর ছবি দেখিয়ে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জনসাধারণকে ঠকানোর এক অভিনব কৌশল এখন খোদ কলকাতা সহ শহরতলির প্রায় সর্বত্র। বাসে, ট্রেনে, ও বিভিন্ন রেলওয়ে ষ্টেশন চত্বরে প্রায় প্রতিনিয়ত দেখা মেলে এই সব পুরুষ-মহিলা প্রতারকদের। স্যুট বুট কোট টাই পরিহিত ঝকঝকে চেহারার তরুণ তরুণী গৃহবধূরা গলায়

আই কার্ড ঝুলিয়ে ক্যানসার আক্রান্ত অসহায় শিশুর ছবি দেখিয়ে সাহায্যের জন্য হাত পাতছে জনে জনে। অবশ্য দশ টাকার নিচে কোনও কথা হবে না। কোন একটা এনজিও বা ট্রাস্ট্রের নাম করে ছবি দেখিয়ে তার পাশে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে পাশে দাঁড়ানোর কথা বলে সাধারণ মানুষের মন গলিয়ে সাহায্য নেয় ওরা। সাহায্য চাওয়ার হাতিয়ার হিসাবে এদের কাছে মজুত থাকে অজস্র কাগজপত্র ভরা এক একটি কভার ফাইল।

এরপর পাঁচের পাতায়

তিন লাখি স্বর্গ রচনায় সাড়া ফেলেছেন সিঙ্গির সুজন

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: মহাকবি কাশীরাম দাশ বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনার মধ্য দিয়ে নিজের সিঙ্গি গ্রামের নামকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি বঙ্গবাসীর কাছে অমর হয়ে রয়েছেন। এর কয়েকশো বছর পর মহাকবির গ্রামেরই এক যুবক বাড়ির ছাতে লক্ষাধিক টাকায় বিশালাকার শখের বাগান বানিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। বাড়ির চারটি ছাতে দেড় হাজার বর্গফুট এলাকাজুড়ে শুধুই সবুজের সমারোহ। দেশি-বিদেশি হরেকরকমের ফল, ফুল আর পাতাবাহার গাছের সমারোহে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বছর পঁয়ত্রিশের সুজন কুণ্ডু। বাণিজ্য শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সুজনবাবু কোনও রকম পেশাগত প্রশিক্ষণ ছাড়াই এই রুফ টপ গার্ডনিং তৈরি করেছেন। তাঁর রচিত অসাধারণ বাগান দেখতে মাঝেমধ্যেই আসছেন বিভিন্ন এলাকার কৌতূহলী মানুষজন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সিঙ্গি গ্রাম একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু জনপদ। মহাকবি কাশীরাম দাশের স্মৃতিধন্য এই সিঙ্গি গ্রাম সদর শহর কাটোয়া থেকে প্রায় ২০ কিমি দূরে। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সিঙ্গি গ্রামের বাসিন্দাদের সিংহভাগই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। নামে প্রত্যন্ত এলাকা হলেও গ্রামে স্কুল, গ্রন্থাগার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাটবাজার, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং পরিষেবা সহ নানাবিধ সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

সিঙ্গি গ্রামের বাজারপাড়া এলাকায় সুজন কুণ্ডুর তিনতলা পাকা বাড়ি। বাড়ির পাশেই বাজারে ছোট দুটি ঘরে তাঁর কম্পিউটার নির্ভর অনলাইন-অফলাইন সংক্রান্ত ব্যবসা আছে। একটি মারুতি সুজুকি গাড়িও আছে যেটা ভাড়ায় খাটে। তবে, নিজের শখের বাগান পরিচর্যার জন্য তিনি সমস্ত ব্যবসাটাই লিজ সিস্টেমে

বাড়ির ছাতে বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত সুজন কুণ্ডু।

অন্যান্যদের মাধ্যমে চালান। মা কবিতাদেবী, স্ত্রী মৌসুমীকে নিয়ে মধ্যবিত্ত সুজনবাবুর সুখের সংসার।

এই বাড়ির চারটি ছাতজুড়ে সুজনবাবুর তিন লাখ টাকা ব্যয়ে শখের বাগান তৈরি হয়েছে। যেখানে রয়েছে দেশি-বিদেশি হরেকরকমের ফল, ফুল, মশলাপাতি আর পাতাবাহার গাছ। বিভিন্ন প্রজাতির আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, ডালিম, কুল, সবেদা, কামরাঙা, আঙুর, কমলালেবু, কলা, আলুবোখারা, চেরি, আপেল, পাতিলেবু, বেনারসি পানের পাশাপাশি গোলাপ, জুঁই, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা সহ অসংখ্য পাতাবাহার গাছে ছেয়ে আছে ছাতগুলি। রাতে বাগানের শোভা বাড়িয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সোলার-পাওয়ার্ড লাইট। বিশেষভাবে তৈরি করা ছাতের ওপর বড়ো আকারের প্লাস্টিক ড্রামের পাশাপাশি টবে মাটি ভরে তাতে গাছের চারা লাগানো হয়েছে। বিশেষপ্রকার ছাউনি, জৈব সার, জল ও কীটনাশক সহ গাছের নিয়মিত পরিচর্যার জন্য নিজে ছাড়াও সুজনবাবু একজন বেতনভুক কর্মী রেখেছেন। তাছাড়াও বন্ধুর শখের কাজে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিবেশী দেবনাথ সাহা।

মঙ্গলবার সকালে বাগান পরিচর্যা করতে করতে সুজন কুণ্ডু বললেন, আমার বাবা উদয়চাঁদ কুণ্ডু পেশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। আমৃত্যু তাঁর গাছের শখ ছিল।বাবাকে দেখেই অনুপ্রেরণা পাই। আড়াই বছর আগে শখপূরণের তাগিদ আর কিছুটা গবেষণাধর্মী কাজের নেশায় এভাবে বাগান তৈরিতে হাত দিই। এ পর্যন্ত আমার সবমিলিয়ে তিন লক্ষ টাকা খরচও হয়ে গেছে। দিনের বেশিরভাগ সময়ই আমি বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকি। এধরনের বাগানের ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে নজর রাখতে হয়। একাজে আমার বন্ধু, মা ও স্ত্রীও আমাকে নানাভাবে সহযোগিতার পাশাপাশি উৎসাহ দেয়। বাগানের গাছে ফল ফুল ধরতে দেখলে আমার যেমন ভালো লাগে পাশাপাশি কোনও গাছের বৃদ্ধি না হলে বা মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লে কষ্টও পাই। নিজের হাতে তৈরি এই বাগানই এখন আমার কাছে ধ্যানজ্ঞান, আমার শখের স্বর্গ।

Alipur Barta: 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 40, 27 July - 2 August, 2019

আড়াআড়ি বিভক্ত শেয়ারপতিরা, দর্প সামলে বুলবাহিনী

পার্থসারথি গুহ

এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার তাতে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা পথ বাতলে দেন বাজারের তাঁদের এই বিভাজনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তীব্র আকারের বুল–বাজারে এমন সব নানা ঘটনা–প্রতি ঘটনা ঘটতেই থাকে অহরহ, যা চমকে দেয় সাধারণ লগ্নিকারীদের। এমতাবস্থায় নিফটি সম্পর্কে চালু দুটি ভবিষ্যতবাণী হল, হয় নিফটি ১৩ হাজার পেরোবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে। আর না হলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে বড়সড় কারেকশন বৃত্তে প্রবেশ করবে। অপর মত পোষণকারী অংশের মতে ভারতের শেয়ার বাজারে গত ৫ মাসে যা উত্থান হওয়ার সবটাই হয়ে গিয়েছে। এবার উলট পুরাণের পালা। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত ১১,৪০০ হচ্ছে বড় সাপোর্ট। এই জায়গাটা ভেঙে বাজার যদি ক্রমাগত বন্ধ দিতে থাকে তবে অচিরেই ১১ হাজার ভেঙে দিতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে সাড়ে ১০ –১০ হাজারে চলে আসাটাও অসম্ভব নয়।

আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও

অর্থনীতি

অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন

আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন।

নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ জুলাই – ২ আগস্ট, ২০১৯

মেষ : স্নেহ, প্রেম–প্রীতি বিষয়ে শুভ হলেও বাধা আছে। পরিবেশ পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় শুভ ফল লাভ করার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : বুদ্ধির ভুল করবেন না। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষেয় মিশ্র ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানি।

মিথুন : মাথা গরম না করে সংযত হয়ে চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতি লাভে সাফল্যের যোগ। শরীর ভালো যাবে না। কিন্তু কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। ফলে সম্মান পাবেন।

কর্কট : শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। কারোর দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবনে না। গৃহ–ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে যোগ রয়েছে।

সিংহ : গুহ্যদেশের পীড়ায় অনেকে কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুরা নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি করবে।

কন্যা : নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অনেকটাই মিটে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

তুলা : বেকরত্বের অবসান হবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে। বুদ্ধির ভুলে ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা আসবে।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বাধা কিঞ্চিৎ থাকলেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। অর্শ বা আমাশয়ে কষ্ট পেতে পারেন। ভ্রমণে যেতে পারেন।

ধনু : লেখাপড়ায় মনের মত ফল লাভ করবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং স্নায়ুসংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভাই–বোনদের সাহায্য লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার সৃষ্টি হবে। তাসত্ত্বেও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ দেখা দেবে।

মকর : মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রায়ছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পেতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মাথার যন্ত্রণায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বজায় থাকবে।

কুম্ভ : খুব চিন্তা ভাবনা করে যে কোনও কাজে অগ্রসর হতে হবে। আত্মীয় স্বজনদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মাতার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মীন : জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নত মানের ফল পাবেন না। পতি–পত্নীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের প্রলভনে পড়বেন না দূরত্ব বজায় রাখবেন কারণ তাদের দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশেষ কারণবশত শব্দবার্তা এবারের সংখ্যায় প্রকাশিত হল না। পরের সংখ্যা থেকে পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৩৮

পাশাপাশি : ১। অযুত ৩। হস্তান্তর ৫। রবার ৬। চুয়া ৭। মরাল ৯। গরদ ১২। মত ১৩। দরিয়া ১৪। পরিসীমা ১৫। নসিব।

উপর–নীচ : ১। অনধ্যায় ২। তরবেতর ৩। হরদম ৪। রসিয়া ৬। চুল ৮। রায়রায়ান ৯। গত ১০। দমদমা ১১। জবস্থব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্টে ২৬৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট ম্যানেজার, সাব ডিভিশনাল প্রোজেক্ট ম্যানেজার, প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট–কাম–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ব্লক লেভেল স্টাফ পদে ২৬৭ জনকে নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট। উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের অধীনে ১ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে বিভিন্ন জেলায়। রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জেলারও স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

শূন্যপদের বিন্যাস : ব্লক লেভেল স্টাফ : মোট শূন্যপদ ২০৯টি। জেলা অনুসারে শূন্যপদ : উত্তর ২৪ পরগনা ২০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৫, আলিপুরদুয়ার ৪, বাঁকুড়া ১০, বীরভূম ১৩, কোচবিহার ৫, দক্ষিণ দিনাজপুর ৬, দার্জিলিং ৮, হুগলি ১৩, হাওড়া ১৩, জলপাইগুড়ি ৫, ঝাড়গ্রাম ৬, কালিম্পং ৩, মালদা ৬, মুর্শিদাবাদ ১১, নদিয়া ১৪, পশ্চিম বর্ধমান ৪, পশ্চিম মেদিনীপুর ৯, পূর্ব মেদিনীপুর ১৩, পূর্ব বর্ধমান ১২, পুরুলিয়া ৪, উত্তর দিনাজপুর ৫। প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট–কাম–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর : মোট শূন্যপদ ৪২টি। জেলা অনুসারে শূন্যপদ : উত্তর ২৪ পরগনা ২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৪, আলিপুরদুয়ার ১, বাঁকুড়া ২, বীরভূম ৩, কোচবিহার ৩, দক্ষিণ দিনাজপুর ২, দার্জিলিং ৩, হুগলি ২, হাওড়া ১, জলপাইগুড়ি ১, কালিম্পং ১, কলকাতা ১, মালদা ১, মুর্শিদাবাদ ৩, নদিয়া ১, পশ্চিম বর্ধমান ১, পশ্চিম মেদিনীপুর ১, পূর্ব বর্ধমান ১, পূর্ব মেদিনীপুর ১, পুরুলিয়া ৪, উত্তর দিনাজপুর

১। ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট ম্যানেজার : মোট শূন্যপদ ৭টি। জেলা অনুসারে শূন্যপদ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১, বাঁকুড়া ১, কোচবিহার ১, কালিম্পং ১, মালদা ১, মুর্শিদাবাদ ১, উত্তর দিনাজপুর ১। সাব–ডিভিশনাল প্রোজেক্ট ম্যানেজার : ৯টি। জেলা অনুসারে শূন্যপদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২, বাঁকুড়া ১, কোচবিহার ১, দার্জিলিং ১, নদিয়া ১, পশ্চিম বর্ধমান ১, পশ্চিম মেদিনীপুর ১, পূর্ব মেদিনীপুর ১।

পদ অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিস্ট্রিক প্রোজেক্ট ম্যানেজার : যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সঙ্গে অন্তত ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। দল পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বেতন : প্রতি মাসে ২৫,০০০ টাকা।

সাব–ডিভিশন প্রোজেক্ট ম্যানেজার : যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সঙ্গে অন্তত ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। মাইক্রোসফট অফিস, ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট ও এক্সেলের ব্যবহার জানতে হবে। সাবলীলভাবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখতে ও বলতে পারা চাই। দল পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বেতন : প্রতি মাসে ২০,০০০ টাকা।

প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট–কাম–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর

কাজের খবর

: কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে স্নাতক, সঙ্গে প্রতি মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকা চাই।

উপরের সবক'টি পদের ক্ষেত্রেই মাইক্রোসফট অফিস, ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট ও এক্সেলের ব্যবহার জানতে হবে। সাবলীলভাবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখতে ও বলতে পারা চাই।

বেতন : প্রতি মাসে ১১,০০০ টাকা।

ব্লক লেভেল স্টাফ : কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে স্নাতক। সাবলীলভাবে বাংলা ও স্থানীয় ভাষা লিখতে ও বলতে জানা চাই। ঘুরে ঘুরে কাজ করার মানসিকতা থাকা চাই এবং তৃণমূল স্তরের প্রশিক্ষকদের সহায়তা দেওয়ার মতো দক্ষতা থাকতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১২,০০০ টাকা।

বয়স : সবক'টি পদের ক্ষেত্রেই ১–১২–২০১৯ তারিখে ২৩ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। রাজ্যের তফসিলি এবং ও বি সি প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা (৫০ নম্বর), প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা (৩০ নম্বর) এবং ইন্টারভিউয়ের (২০ নম্বর) মাধ্যমে। পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স এবং ইংলিশ বিষয়ে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pbssd.gov.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই।

দরখাস্তের পদ্ধতি সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া থেকে সেনাবাহিনীতে কয়েকশো সোলজার

বারাকপুরের আর সি টি সি গ্রাউন্ডে র‍্যালি ১৫ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর। ৩০ অগস্টের মধ্যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : র‍্যালির মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া হেথকে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে কয়েকশো সোলজার নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুরের আর সি টি সি গ্রাউন্ডে র‍্যালি আয়োজিত হবে ১৫ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর। শুধু ছেলেরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বারাকপুর আর্মি রিক্রুটিং অফিসের রিক্রুটিং ডিরেক্টর কর্নেল এস হেমন্ত নাথ এই র‍্যালির সংবাদ জানিয়েছেন।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করার জন্য ৩০ অগস্টের মধ্যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindianarmy.nic.in দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীকে বৈধ ই–মেল অ্যাড্রেস জানাতে হবে। এই ই–মেল অ্যাড্রেসে অ্যাডমিট কার্ড পাঠানো হবে ৩ সেপ্টেম্বরের পরে। পদের ক্যাটেগরি ও জেলা অনুসারে প্রার্থীর র‍্যালির তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকেও। যে–কোনও একটি ক্যাটেগরির পদের জন্য দরখাস্ত করবেন।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এইসব জেলার ছেলেরা : উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সোলজার জেনারেল ডিউটি : মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক। প্রতি বিষয়ে অন্তত ৩৩ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে।

সোলজার টেকনিক্যাল : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক এবং ইংরেজি–সহ উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ এবং উল্লিখিত প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে।

সোলজার টেকনিক্যাল (অ্যাভিয়েশন/অ্যামুনিশন এক্সামিনার) : ইংরেজি, অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৫০ শতাংশএবং এই চারটি বিষয়ের প্রতিটিকে অন্তত ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে।

সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট)/সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভেটেরিনারি) : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে।

সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল)/ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট : উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৬০ শতাংশ এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক–স্তরে অঙ্ক, বুক কিপিং ও অ্যাকাউন্ট্যান্সির মধ্যে যে কোনও একটি বিয়য় এবং ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। এবং এই বিষয়গুলিতে অন্তত ৫০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে।

সোলজার ট্রেডসম্যান : মাধ্যমিক। সোলজার ট্রেডসম্যানের মেসকিপার, হাউসকিপার ও সইস ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাশ।

বয়স : সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর, অন্য সবক'টি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। জন্মতারিখ হতে হবে– সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ১–১০–১৯৯৮ থেকে ১–৪–২০০২–এর মধ্যে এবং অন্য সব ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ১–১০–১৯৯৬ থেকে ১–৪–২০০২– এর মধ্যে।

দৈহিক মাপজোক : সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার/ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬২ সেমি এবং অন্য সব ক্ষেত্রে ১৬৯ সেমি (তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২ সেমি)। তবে সব পদের ক্ষেত্রেই ভারতীয় গোর্খা প্রার্থীদের ১৫৭ সেমি উচ্চতা থাকলেই চলবে। বুকের ছাতি : সোলজার ট্রেডসম্যান ছাড়া অন্য সবক'টি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি। ওজন : সোলজার ট্রেডসম্যান এবং তফসিলি উপজাতি ও ভারতীয় গোর্খা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্তত ৪৮ কেজি। অন্য সব ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫০ কেজি। রাজ্য ও জাতীয়স্তরের খেলোয়াড়রা উচ্চতা, বুকের ছাতির মাপ এবং ওজন যথাক্রমে ২ সেমি, ৩ সেমি ও ৫ কেজি এবং সমরকর্মী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের ছেলেরা এই তিন ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২ সেমি, ১ সেমি ও ২ কেজি ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সমক্ষমতার পরীক্ষা, নথিপত্র যাচাই, মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে সর্বাধিক ৫.৪৫ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড় (আগে দৌড় শেষ করলে বোনাস নম্বর পাওয়া যাবে), জিগজ্যাগ ব্যালান্স, ১০টি বিম ও ৯ ফুট লং জাম্প (ডিচ)। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র র‍্যালির সময় জানিয়ে দেওয়া হবে।

নির্দিষ্ট দিন সকাল ৬টার মধ্যে র‍্যালিকেন্দ্রে হাজির থাকতে হবে। প্রয়োজনে ৩–৪ দিন র‍্যালিকেন্দ্রে থাকতে হতে পারে নিজের ব্যবস্থায়। উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন।

তথ্যের প্রয়োজনে কাজের দিন আর্মি রিক্রুটিং অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা, ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : (০৩৩)২৫৪৫–২৯৫৮, ২৯৭৭–০৮১৩। তথ্য পাবেন উল্লিখিত ওয়েবসাইটেও।

র‍্যালিতে সঙ্গে নিয়ে যাবেন

- মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশনের (থাকলে) অ্যাডমিট কার্ড, সার্টিফিকেট, মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং প্রতিটির দু'টি প্রত্যয়িত নকল। মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে স্কুলের প্রধানশিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলসের কাউন্টার সিগনেচার সহ স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এবং সেগুলির প্রত্যয়িত নকল। অথবা জন্মতারিখের প্রমাণ হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট বার্থ রেজিস্টারের কাছ থেকে নেওয়া জন্মতারিখের সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যয়িত নকল সঙ্গে রাখবেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা রেজিস্ট্রেশন, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের ৩টি করে নকল সঙ্গে নেবেন।
- ডি এম বা এ ডি এম বা এস ডি ও–র অফিস থেকে অফিশিয়াল লেটার হেডে নেওয়া গোল সিলমোহরের ছাপ–সহ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যয়িত নকল।
- গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নেওয়া ও গোল সিলমোহরের ছাপ দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যয়িত নকল। ৬ মাসের বেশি পুরনো সার্টিফিকেট চলবে না। ২১ বছরের নীচের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই সার্টিফিকেটে 'অবিবহিত' কথাটি লেখা থাকতে হবে।
- আদিবাসী বা তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এস ডি ও–র অফিস অথবা ডি এম–এর অফিস থেকে নেওয়া কাস্ট সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যয়িত নকল।
- এন সি সি সার্টিফিকেট (থাকলে) ও তার প্রত্যয়িত নকল।
- সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মী বা যুদ্ধে নিহত সৈনিকের বিধবার ছেলেদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড অফিস থেকে নেওয়া বোনাফায়েড সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যয়িত নকল। রিলেশনশিপ সার্টিফিকেট স্বাক্ষরকারীর আর্মি নম্বর, র‍্যাঙ্ক ও নামের উল্লেখ থাকতে হবে।
- জাতীয় বা রাজ্যস্তরের খেলোয়াড়দের (গত ২ বছরের মধ্যে অন্তত দ্বিতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়াড়রা বিবেচিত হবেন) ক্ষেত্রে স্পোর্টস সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যয়িত নকল।
- ২০ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। ফটো ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে। ফটো প্রত্যয়িত হওয়ার দরকার নেই।
- অবাঙালি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের অফিস থেকে মঞ্জুর করা ডোমিসাইল বা নেটিভিটি সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যয়িত নকল।
- আধার কার্ড ও প্যানকার্ডের প্রত্যয়িত নকল। প্রত্যয়িত নকলের সঙ্গে মূল সার্টিফিকেট ও নথিপত্রগুলিও সঙ্গে রাখবেন।
- ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে কোনও নোটারির কাছ থেকে নেওয়া এফিডেভিট। এতে প্রার্থীর স্বাক্ষর থাকতে হবে।
- তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেট ও সেটির প্রত্যয়িত নকল।

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারে কয়েকশো ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকশো জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হবে ভারত সরকারের সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, ভারতীয় ডাকবিভাগ, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন,

ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট, সেন্ট্রাল ওয়াটার পাওয়ার রিসার্চ স্টেশন, ডিরেক্টোরেট অব কোয়ালিটি অ্যাশিওরেন্স (নাভাল)–এর মতো বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিভাগ ও সংস্থায়। নিয়োগ হবে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং কোয়ান্টিটি সার্ভেয়িং অ্যান্ড কনট্র্যাক্টস শাখায়। তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষা 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এক্সামিনেশন, ২০১৯'–এর মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন।

সাধারণত সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারেন। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://ssc.nic.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১ অগস্ট থেকে ২৮ অগস্ট পর্যন্ত। এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আগ্রণী প্রার্থীদের অবগতির জন্য আগাম এই নিয়োগের সংবাদ জানানো হয়। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন ১ অগস্ট থেকে এই ওয়েবসাইটে : www.ssc.nic.in

আতস কাঁচে

সাপের কামড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির । মৃতের নাম সামিম সরদার(৪৫)।ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শিবনগর গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে অন্যান্য দিনের মতো এদিন রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন সামিম সরদার। বিছানার মধ্যেই গভীর রাতে সাপে কামড়ায় তাঁর।

সাপে কামড়েছে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জানালে রাত ১টা নাগাদ চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ চিকিৎসা চলার পর ভোর ৩টে ৫ মিনিটে মারা যায় সামিম সরদার।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা কালাচ সাপের কামড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ক্যানিং থানার পুলিশ রবিবার সকালে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

এমন মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

দুর্ঘটনায় জখম ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেপরোয়া ভাবে অটো চালানোয় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুই শিশু সহ গুরুতর জখম হলেন চারজন।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়।স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, এদিন একটি অটো বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া থেকে যাত্রী নিয়ে বেপরোয়া ভাবে দ্রুতগতিতে চালিয়ে ক্যানিংয়ের দিকে আসার সময় এক সাইকেল চালক সজোরে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে অটোর চারজন যাত্রী গুরুতর জখম হয়।জখমদের মধ্যে দুজন শিশুও রয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অজয় কয়াল,খোকন নস্কর ও তার দুই শিশু পুত্র কিশোর নস্কর,উমান নস্কর কে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। যদিও ঘটনার পর অটো ফেলে অটো চালক পালিয়ে যায়। ক্যানিং থানার পুলিশ অটোটি কে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।অজয় কয়ালের মাথায় এবং মুখে জোর আঘাত লাগায় তার অবস্থা সংকট জনক। দুর্ঘটনায় আহত চারজনেরই বাড়ি বাসন্তী থানার আমঝাড়া এলাকার তালদা গ্রামে।

অটোর আহত যাত্রী খোকন নস্কর ও স্থানীয় লোকজনের দাবি অটোটি বেপরোয়া ভাবে দুরন্ত গতিতে একটি সাইকেল কে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে গাড়িটি কা হয়ে গেলে এমন দুর্ঘটনা ঘটে।

শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় মার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদী সহ তার পরিবারের লোকজনদের বেধড়ক মারধোর করায় গুরুতর জখম হলেন চারজন।ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতে উত্তর তালদি গ্রামে।

ফাঁকা বাড়ির মধ্যে এক গৃহবধুকে একা পেয়ে জোর করে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় প্রতিবেশী যুবক অজয় নস্করের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে যথারীতি ওই গৃহবধুর পরিবারের লোকজন শনিবার গভীর রাতে অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবক অজয় নস্করের নামে ক্যানিং থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

থানায় অভিযোগ হয়েছে শুনে অভিযুক্ত যুবক অজয় নস্কর ও তার ভাই দীপঙ্কর নস্কর পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য কে নিয়ে রবিবার বিকালে ওই গৃহবধুর বাড়িতে লাঠি,রড,ধারালো দাঁ নিয়ে চড়াও হয়ে গৃহবধুর স্বামী সুদীপ বারুই সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য বৃদ্ধা চাসুবালা বারুই,সুজিত বারুই,বাবাই বারুই কে বেধড়ক মারধোর করে বলে অভিযোগ। বেধড়ক মারধোর করায় চারজনই গুরুতর জখম হয়ে পড়েন।স্থানীয় প্রতিবেশীরা গুরুতর আহত অবস্থায় একই পরিবারের চার জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।আহতদের মধ্যে বৃদ্ধা চাসুবালার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

গৃহবধুর স্বামী সুদীপ বারুই বলেন, শনিবার আমরা কেউ বাড়িতে না থাকায় সুযোগ নিয়ে অজয় নস্কর আমার স্ত্রী কে জোর করে শ্লীলতাহানি করে।কেন এমন করেছে এদিন সন্ধ্যায় অভিযুক্ত যুবক অজয় নস্করের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করতে গেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত।শনিবার রাতেই অভিযুক্ত অজয়ের নামে ক্যানিং থানায় অভিযোগ করি।রবিবার বিকালে দুই ভাই অজয় ও দীপঙ্কর নস্কর সহ তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে এসে লাঠি,রড,ধারালো দা দিয়ে আচমকা আমাদের মারধোর করে আর বলতে থাকে থানায় কেন অভিযোগ দায়ের করেছিস।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত দুই যুবক পলাতক। রবিবারও এ বিষয়ে সুদীপ বারুই ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ক্যানিং থানায় আবারও একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

আত্মসম্মানে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ক্যানিং ঃ–গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো এক ব্যাক্তি। মৃতের নাম সুকদেব সরদার(৫০)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং গোলাবাড়ি গ্রামে।পেশায় ইটভাটার কর্মী।স্বামী–স্ত্রী এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে দিব্যি চলছিল সুখের সংসার। বছর দুয়েক আগে ইটভাটায় কাজ করার সুবাদে স্থানীয় প্রতিবেশী ইটভাটারই শ্রমিক বিবাহিতা এক মহিলার সাথে জমে ওঠে অবৈধ সম্পর্ক।সবার অলক্ষ্যে ইটভাটায় দুজনেই শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতো বলে স্থানীয় প্রতিবেশী ও ইটভাটার অন্যান্য শ্রমিকদের দাবি।দীর্ঘদিন এমন চলায় ঘটনাটি ইটভাটার অন্যান্য শ্রমিকদের নজরে পড়ে।সেই থেকেই লোকমুখে খবর পৌঁছায় সুকদেব সরদারের বাড়িতে।পরিবারের লোকজনও এমন কর্মকান্ডের খোঁজখবর করতে শুরু করেন।গত মঙ্গলবার হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় সুকদেব ও বিবাহিতা সঙ্গীনী গৃহবধু।

মানসম্মান খোয়া যায় সাধারণ মানুষজন এবং প্রতিবেশীদের কাছে।ধরা পড়ার পর থেকে আত্মসম্মানের জন্য মানসিক অবসাদে ভুগছিল সুকদেব।

বুধবার সকালে যথারীতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইটভাটায় কাজেও গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে পরিবারের কারোর সাথে কোনও কথা না বলে নিজের ঘরের পাশেই বারান্দায় ঘুমাতে চলে যায়।স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে পরিবারের লোকজন রাতের খাবার খেতে সুকদেব কে ডাকতে গেলে দেখতে পায় গলায় গামছা দিয়ে ঝুলছে।পরিবারের লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি করলে প্রতিবেশীর ছুটে আসেন।খবর যায় পুলিশে।ক্যানিং পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

সাফাই অভিযানে ছাত্রছাত্রীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ বাসন্তী ঃ–একে বৃষ্টিপাত নেই তার উপর যাতায়াতের রাস্তায় যত্রতত্র পড়ে রয়েছে নোংরা আবর্জনা।প্রচন্ড উত্তাপে বাতাসে নোংরা ধূলো উড়ে এসে যখন তখন চোখ মুখ ভরে যাচ্ছে।শ্বাস–প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়,দীর্ঘদিন এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অবশেষে বুধবার নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে নিজেদের স্কুল সংলগ্ন রাস্তা এবং পাশাপাশি বেশ কয়েকটি রাস্তার প্রায় চারপাঁচ কিলোমিটার সাফাই অভিযান করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের রামচন্দ্রখালি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

ছাত্রছাত্রীদের এমন উদ্যোগ কে স্বাগত জানিয়ে তাদের সাথে সাফাই অভিযানে সামিল হন রামচন্দ্রখালি হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি সাবির সেখ,বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দ বকসী,বিশিষ্ট সমাজসেবী জালাল মোল্লা সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকরা।

কলেজের উন্নয়নের দাবিতে পথ অবরোধ পড়ুয়াদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকে অবস্থিত সুকান্ত কলেজ। অভিযোগ কলেজের জন্মলগ্ন থেকে কোনও উন্নয়নের ছিঁটেফোঁটা নেই। আসি যাই মাইনে পাই–এর মতো নামেই কলেজ চলছে শম্বুক গতিতে। একাধিক দাবি এবং কলেজের উন্নয়নের জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পথ অবরোধ করলো কলেজ পড়ুয়ারা। সোমবার কলেজ পড়ুয়াদের অবরোধের ফলে বাসন্তী রোড দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে,যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে বাসন্তী হাইওয়েতে। ভোগান্তি পোহাতে হয় সাধারণ মানুষজনকে। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ কলেজ পড়ুয়াদের আশ্বস্ত করে অবরোধ তুললে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

জানা গেছে এই সুকান্ত কলেজে দীর্ঘদিন যাবৎ কোনও গভর্নিং বডি নেই,অধ্যক্ষ নেই, NCC, NSS নেই,অধিকাংশ বিষয়ে অনার্স নেই।এছাড়াও কলেজের কোনও বাউন্ডারি পাঁচিল না থাকায় কলেজ চত্বর গরু ছাগলের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি কলেজের ছাদের জয়েন্টর ফাটল থাকায় বৃষ্টির সময় সেখান থেকে অনর্গল জল পড়ায় ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করতে পারে না এমনই অভিযোগ কলেজ পড়ুয়াদের।

বিশেষ সুত্রে জানা গেছে, এই সুকান্ত কলেজ শুরু হয় ২০০৮ সালে। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা লোকমান মোল্লা কলেজের উন্নয়নের জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের দ্বারস্থ হয়ে উন্নয়নের জন্য ২০১১ সালের আগে ২কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন সরকার কর্তৃক। বর্তমানে সেই বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। কলেজে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হওয়ায় পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা কলেজ প্রতিষ্ঠাতা লোকমান মোল্লা কলেজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যান।

নানা কারণে এবং পরবর্তী কালে বাসন্তীতে গোষ্ঠী কোন্দলের চরম প্রভাব কলেজের উপর পড়ায় উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ২০১৫–২০১৭ সাল পর্যন্ত কলেজের পরিচালন সমিতি থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে পরিচালন সমিতি ভেঙে ফেলে গঠিত হয় গভর্নিং বডি। ২০১৭ সালে গভর্নিং বডির প্রথম সভাপতি হন যদুপতি দাস,তারপর ২০১৮ হন ভোলানাথ পান্ডে। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হন রফিকুল ইসলাম। পরবর্তী ২০১৫ সালে কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন প্রদীপ কুমার দে,বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মূখীন হয়ে ২০১৭ সালে অধ্যক্ষ পদ থেকে স্ব–ইচ্ছায় পদত্যাগ করেন প্রদীপ বাবু।পরবর্তী ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে অমিত কুমার বসাক অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনিও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে স্ব ইচ্ছায় পদত্যাগ করেন ২০১৯ এর জানুয়ারিতে। পরবর্তীকালে কোনও উন্নয়ন না হওয়ায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত চেয়ে চিঠি পাঠানো হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ কে।

উল্লেখ্য 'শিক্ষা আনে চেতনা,চেতনা আনে বিপ্লব'।সেই শিক্ষার জন্যই এমনই একগুচ্ছ দাবি আদায়ে ব্রতী হয়ে আন্দোলন শুরু করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের সুকান্ত কলেজের পড়ুয়ারা।তাঁদের দাবি, শিক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে আমাদের দাবি না মানা হলে কলেজের পঠন পাঠন সহ সমস্ত প্রকার কাজ স্তব্ধ করে দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশনে বসতে বাধ্য থাকবো।

সুকান্ত কলেজের অনুন্নয়ন প্রসঙ্গে টিআইসি অরুণাভ ঘোষ কে ফোন করে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন আমি আজ কলেজে যাইনি ফলে আমি কোনও মন্তব্য করতে পারবো না।

মাতলা নদীর বাঁধ বাঁচাতে অনন্য পদক্ষেপে মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকা নদীবাঁধ ভেঙে গিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জলমগ্ন হয়ে প্লাবিত হয়ে পড়ে। অসহায় হয়ে পড়েন প্রচুর পরিবার।এবার নিজেদের বিপন্ন জীবন রক্ষা করতে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে নদীবাঁধ সংরক্ষণ ও এলাকায় জল সংরক্ষণ করতে উদ্যোগী হলেন গ্রামেরই মহিলারা। শুক্রবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জয় গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে'র প্রায় জনাত্রিশ মহিলা–পুরুষ ঝড়খালি ৪ নং বিধান পল্লীর মাতলা নদীর পাড়ে ১৫০ টি খেজুর গাছ ও ৫০ টি তাল গাছের চারা রোপন করেন।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর যে ভাবে এলাকায় নদীবাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয় তার জন্য এমন উদ্যোগ নিয়ে এই তাল ও খেজুর গাছের চারা রোপন করেন। ফলে একদিকে যেমন নদীবাঁধ রক্ষা পাবে আবার এলাকার খাল,বিল,পুকুরে নদীর লবণাক্ত জল প্রবেশ করতে পারবে না,রক্ষা হবে মিঠেন জল।

এদিন চারাগাছ লাগানোর পাশাপাশি চারাগাছ গুলি যাতে রৌদ্রের তাপে শুকিয়ে না যায় তার জন্য প্রতিদিন গাছ গুলি পরিচর্যা করে জল দেওয়া হবে বলে জানালেন পলাশ তরফদার,বিকাশ মন্ডলরা।

অন্যদিকে রীমা সরকার, অসীমা বাইন,উমা সরকার, সুচিত্রা বাছাড়া, মনিকা মন্ডল'রা বলেন বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ রোপন করলে গরু ছাগল খেয়েই ফেলে এবং বড় হয়ে গেলে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা কেটে নিয়ে চলে যাবে।যাতে করে কোনও প্রকারে বৃক্ষ নিধন না হয় তার জন্য তাল ও খেজুর গাছ রোপন করা হয়েছে। তারা আরো বলেন খেজুর গাছে নলেন গুড় ভারত বিখ্যাত। এই চারা গাছ গুলি বড় হলে অর্থনৈতিক ভাবে কিছুটা হলেও আমরা স্বাবলম্বী হতে পারবো এবং পরিবেশ ও বাঁচবে।

জল ও জীবন বাঁচাতে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে খরা আর আর অপরদিকে রৌদ্রের প্রকট তাপে সংকট দেখা দিয়েছে পানীয় জলের। জল ছাড়াই কোনও কিছু বাঁচানো কিংবা বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।সেই জল অপচয় রুখে জল সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের সচেতনতা করতে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার দক্ষিণ মাকালতলার লস্করপাড়ার ফিউচার' নামক এক সংস্থা রবিবার এই পদযাত্রার আয়োজন করেন। এদিন ঘুঁটিয়ারি শরিফ এলাকার মাকালতলা সহ অন্যান্য এলাকার প্রায় দশ কিলোমিটার রাস্তা পদযাত্রা করেন। সচেতনতা পদযাত্রায় এলাকার স্কুল ছাত্রছাত্রী সহ বিশিষ্ট মানুষজনেরা প্ল্যাকার্ড হাতে অংশগ্রহণ করেন।

জনতা দলের (ইউ) শান্তি সংহতি পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ জুলাই দুপুর ২ ঘটিকায় জনতা দল (ইউ) এর ডাকে এক শান্তি সংহতি পদযাত্রা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে এস এন ব্যানার্জী রোড হয়ে রাণী রাসমণি অ্যাভিনিউতে সমাপ্ত হয়। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দলতন্ত্রমুক্ত সু–শাসন, ন্যায়ের সাথে বিকাশের

মডেলকে সামনে রেখে এই দলীয় কর্মসূচির মূল দাবিগুলি হল– হিংসামুক্ত বাংলা, মদমুক্ত বাংলা, দলতন্ত্রমুক্ত প্রশাসন, ন্যায়ের পথে বিকাশ, নারী নির্যাতন বন্ধের দাবি ইত্যাদি। পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন রাজ্য সভাপতি অশোক দাস। এছাড়াও অন্য যেসব নেতা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন সুভাষ সিং, ডঃ সুপর্ণ সরকার, কৃষ্ণ প্রসাদ সেন, রাম বচ্চন, রাজকুমার পাশোয়ান, ভূষণ শোনি, দুখু রাউত প্রমুখ।

মেলা নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি :দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার ঘুঁটিয়ারি শরিফের ঐতিহাসিক গাজী সাহেবের মেলা নিয়ে রেল পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বৈঠক করেন।বুধবার বিকালে প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান,ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবীদয়াল কুন্ডু,ক্যানিং থানার আইসি সতীনাথ চট্টরাজ,জীবনতলা থানার আইসি সুভাষ ঘোষ,সোনারপুর থানার আইসি সঞ্জীব চক্রবর্তী,সোনারপুর জিআরপি'র ওসি তুহিন দাস,ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল,জেলাপরিষদের প্রাক্তন সহসভাপতি শৈবাল লাহিড়ি সহ ঘুঁটিয়ারি শরিফ মাজার কমিটি একাধিক বিশিষ্ট ও রেল পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ১৭ শ্রাবণ গাজী সাহেবের ঐতিহাসিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় আগত মানুষদের নিরাপত্তা দিতে এই বৈঠকের আয়োজন।

সাংগঠনিক পরিবর্তনেও সংশয় শাসকদলের অন্দরেই

বারাসত

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পাঁচটি লোকসভা আসনের মধ্যে সাম্প্রতিক নির্বাচনে বারাকপুর ও বনগাঁ এই দুটি আসন দখল করে বিজেপি। গতবার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে পাঁচটি আসন থাকলেও এবার এই দুটি তাদের হাতছাড়া হয়। এছাড়া বসিরহাটে তৃণমূল ব্যাপক জয় পেলেও বারাসত ও দমদমে তুলনামূলক কম মার্জিনে জয় পেয়েছে শাসকদল। এ কারণে শাসকদল তৃণমূলের পক্ষ থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সাংগঠনিক স্তরে যেমন পরির্বতন ঘটানো হয়েছে, তেমনই বারাসত শহর তৃণমূল সংগঠনেও সভাপতিপদে বদল করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে বারাসত শহর তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি সেখানে পরিবর্তন ঘটিয়ে সেই পদে আনা হয়েছে পুরসভার উপপুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়কে।

রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পর থেকেই বারাসতে শাসকদলের পক্ষ থেকে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব বোধ করছিলেন বাসিন্দারা। এর পাশাপাশি ছিল শাসকদলের নেতা–নেত্রীদের দুর্ব্যবহার। একারণে সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে বারাসত পুর এলাকার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি ওয়ার্ডেই বিজেপি লিড পেয়েছে বলে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী–সমর্থকদের অভিমত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর অভিযোগ, 'বারাসত পুর এলাকায় তৃণমূলের পরাজয়ের মূল কারণ সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং মানুষের সঙ্গে কাউন্সিলরদের দুর্ব্যবহার পুর বাসিন্দাদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।' তাদের আরও অভিযোগ, 'মুখ্যমন্ত্রী যেখানে জল ধরো, জল ভরো নির্দেশিকা জারি করেছেন, সেক্ষেত্রে সেই নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বারাসতের অধিকাংশ ওয়ার্ডে একের পর এক পুকুর ভরাট হয়েছে চোখের সামনে। এছাড়া জমির মিউটেশন থেকে শুরু করে বাড়ি তৈরির অনুমোদন সব ক্ষেত্রেই বহু অভিযোগ রয়েছে মানুষের মনে। সেই সব ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবারের নির্বাচনে।' এছাড়া বারাসতের ১২ নম্বর রেল গেটের উপর দিয়ে যে উড়ালপুল গিয়েছে তা নিচের দুপাশ জুড়ে হকারদের দৌরাত্ম্য ক্রমশ যেভাবে বেড়েছে, তাতে সাধারণ মানুষ ও পথচারীরা নিত্য দুর্ভোগের শিকার। মহামান্য আদালত ও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ উড়ালপুলের নিচে কোনও দোকানঘর করা যাবে না। সেই নির্দেশিকাকে কোনও তোয়াক্কা করা হয়নি। পাশাপাশি চলতি বছরে সার্ধ শতবর্ষে পদার্পণ করা বারাসত পুরসভার বিশৃঙ্খল অবস্থাও মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে বলেও শাসকদলের এইসব কর্মী–সমর্থকদের অভিযোগ। এমনকি যথেচ্ছভাবে টোটো ও অটো চলাচলের যেভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তাতেও ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে জনজীবন। এমনকি সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক যানজটেরও। এর ফলে টোটো–অটো চালকদের পরিবারগুলিও তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে কিনা, তাতেও সন্দিহান শাসকদলের এই অংশ।

এ ব্যাপারে সুনীল মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমি আমার দলকে সব জানিয়েছি। দল যেটা ভাল মনে করবে, সেটাই করবে।' বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সভাপতি অশনি মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব দলের সংগঠনকে মজবুত করার জন্যে।' তবে বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা–কর্মীদের মন্তব্য, এক পদ, এক দায়িত্ব যতদিন না হবে, ততদিন সাংগঠনিক সমস্যা মিটবে না। এমতাবস্থায় অশনি মুখোপাধ্যায় বারাসতের সাংগঠনিক দুর্বলতাকে কতখানি কাটিয়ে তা মজবুত করতে সমর্থ হবেন তা নিয়ে দলের এই অংশ যথেষ্ট সন্দিহান বলে জানা গিয়েছে।

কাটমানির বিরোধিতায় প্রহৃত

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাসত : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর দেওয়ার নাম করে যাতে কেউ কাটমানি খেতে না পারে, সেজন্যে ঘর প্রাপকদের সরকারি নামের তালিকা দাদপুর বাজারের কাছে অবস্থিত দাদপুর এম এস কে–র দেওয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এতে গ্রামাবাসীরা খুশি হলেও দলের একটি অংশ ক্ষুব্ধ হয় বলে অভিযোগ। যার ফলস্বরূপ কয়েকদিন আগে বারাসত ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসের আলি সহ কয়েকজন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের উপর হামলা হয়। বাড়ি ঘর, বাইক ভেঙে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। হামলাকারীরা বলে, আবাস যোজনায় কোন কোন পঞ্চায়েতবাসীর নাম উঠেছে তা জানিয়ে দিতে আমরা সরকারি তালিকাটি প্রকাশ্যে টাঙাই। যাতে কেউ গ্রামবাসীদের ভুল বুঝিয়ে কাটমানি খেতে না পারে। উল্লেখ্য, দলের অন্দরে কাটমানি খাওয়া প্রসঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি সরব হলেও, বারাসত ২ ব্লকের তৃণমূল নেতা আসের আলি সহ কয়েকজন নেতৃত্ব শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই কাটমানির বিরোধিতায় সরব হয়েছিলেন। যে কারণে তারা বারাসত ২ ব্লকের অন্তর্গত দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যকে নতুন করে টিকিট দেননি বলে জানা গিয়েছে। এমনকি টাকা ফেরত দিতেও তাদের বাধ্য করেছিলেন। এ কারণে আসের আলিদের উপর তাদের একটা ক্ষোভ থেকেই গিয়েছিল। এসব কারণেই দিন কয়েক আগে এই হামলা হয়। এমনকি তার কয়েকজন অনুগামীকেও আক্রমণ করা হয় বলে উল্লেখ করেন আগের আলি। তিনি বলেন, 'একটা সময় সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করে দলটাকে এখানে এনেছি। দলের একাংশের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি হিসেবেই জুটল এই মার। দলের সাংগঠনিক পদে ও প্রশাসনিক পদে থেকে যদি আমার এই হাল হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হবে।' এ প্রসঙ্গে দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহিতাজ বিবির স্বামী মহ. এনতাজুল হক বলেন, 'আসের আলি তৃণমূলের একজন ভাল সৈনিক। তিনি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ও বারাসত ২ ব্লকের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। কাটমানি খাওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় আসের আলি, ইমরান আলি, ওহিদুল সহ কয়েকজনের উপর হামলা হয়। বাড়িঘর, বাইক ভাঙা হয়। হামলাকারীরা প্রত্যেকেই আমার দলের কর্মী। একটি সভা করতে যাওয়ায় আমার উপরেও হামলা হয়। আমরা অভিযুক্তদের দল থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু দল তা না করে তাদের কড়া বার্তা দিয়েছে। এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না।'

পানীয় জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পানীয় জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে এক যুবক কে বেধড়ক মারধোর করার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী সুজাউদ্দিন লস্কর,হারা লস্কর,বাপি লস্কর,খলিল লস্করদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের আঁধলা গ্রামে।স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, সুজাউদ্দিন লস্করের চাষের জমির সীমানায় সরকারি পানীয় জলের একটি ট্যাপ রয়েছে।অভিযোগ সেই ট্যাপের জল সর্বক্ষণ নিজের ধান জমিতে দেন সুজাউদ্দিন।অন্যান্য দিনের মতো এদিন সন্ধ্যায়ও নিজের ধান জমিতে পানীয় জলের ট্যাপ থেকে জল দিচ্ছিলেন।সেই সময় পানীয় জল আনতে ট্যাপের কাছে কলসী নিয়ে হাজির হয় পাড়ারই যুবক আয়ুব আলি লস্কর। অভিযোগ সেই সময় পানীয় জল নিতে নিষেধ করে সুজাউদ্দিন। কেন পানীয় জল নেবো না জিজ্ঞাসা করতেই সুজাউদ্দিন ও তার পরিবারের আরো তিনজন সদস্য একত্রিত হয়ে আচমকা আয়ুব আলিকে বেধড়ক মারধোর করে। খবর পেয়ে আয়ুব আলির পরিবারের লোকজন গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।ব্যাপক মারধোরের ফলে জখম যুবকের বাঁ কানে মারাত্মক আঘাত হওয়ায় তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

যাত্রীদের মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যাত্রীদের মারধরের অভিযোগ উঠলো অটো চালকদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের হোগল সেতুতে। ঘটনায় মতিবুর রহমান মণ্ডল নামে এক অটো যাত্রী গুরুতর জখম হয়েছেন। যদিও যাত্রীদের মারধোরের কথা অস্বীকার করেছেন অটো চালকরা। তাঁদের দাবি যাত্রীরা নিজেদের মধ

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ২৭ জুলাই – ২ আগস্ট, ২০১৯

প্রতীক্ষা–তৃষ্ণার শান্তির

'দারুণ অগ্নিবাণে'– বাংলার দক্ষিণ অঞ্চল পশ্চিম অঞ্চল পুড়ছে। ভরা শ্রাবণেও সেই বৈশাখের দহন জ্বালা। পরিসংখ্যানবিদরা আরও ভয়াবহ তথ্য তুলে আনছেন। বৃষ্টির ঘাটতি কলকাতায় ও রাজ্যে দেশের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ক্রমশ খরা পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে বাংলা। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ অসমের মতোই ভাসছে। পরিবেশের এই তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে পণ্ডিত মহলেও নানা বক্তব্য শোনা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে নানা বক্তব্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে আশঙ্কার সৃষ্টি করছে ক্রমশ। একদিকে পরিকল্পনাহীন শিল্প স্থাপন, মাত্রাতিরিক্ত চাহিদার কারণে সবুজ ধ্বংসের অনিবার্য পরিণতি পরিবেশ দূষণের অভিশাপ। ভৌগোলিক সীমারেখা রাজনৈতিক সীমারেখাকে তোয়াক্কা করে না। ঠিক এই কারণেই রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার পরোক্ষ সূত্র হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে চীন থেকে একাধিক নদীর এশিয়ার নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। অপরিকল্পিতভাবে নদী বাঁধ সৃষ্টি কোথাও বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে নদী শাসন ক্ষতির সৃষ্টি করছে মারাত্মক ভাবে। ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস চীনের তিব্বতে। নানা নাম নিয়ে সেই নদী ভারত বাংলাদেশ হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এমন বেশ কিছু শাখা নদী নানা কারণে তাদের প্রবাহ ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে জনবসতি ও ব্যবসায়িক পুঁজিকে আরও বাড়াতে একের পর এক অরণ্য ধ্বংস রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে প্রকৃতিকে নিয়ে মানুষের ভালোবাসা, মানুষের বেঁচে থাকা জীবন জীবিকার প্রাকৃতিক আশীর্বাদ তা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত। যদি কলকাতা ও শহরতলির দিকে তাকানো যায় তাহলে এই অবস্থা আরও ভয়াবহ। সূচনাটা হয়েছিল বেশ কয়েক দশক আগেই। দ্বিতীয় হুগলি সেতু নির্মাণের সময় ময়দান চত্বরে উড়ালপুল নির্মাণের জন্য নির্বিচারে বহু গাছ ধ্বংস করা হয়েছিল। সেই সময় ওই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কোনও পরিবেশবিদ ছিলেন না। এই নিয়ে সে সময় বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছিল। এখন কলকাতা শহর উড়াল পুলে নিজেকে আড়াল করে ফেলেছে। হয়তো পরিবহনে অনেকটা গতি এসেছে অন্যদিকে জলস্তর নেমে গিয়েছে, ৩৩ শতাংশ বনভূমির অঙ্গীকার এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৩ শতাংশে। তবু 'উন্নয়নের নামে' প্রকৃতির ওপর বর্বরচিত আক্রমণ চলছে তথাকথিত সচেতন প্রগতিশীল সংস্থা ও মানুষজনদের হাত ধরে। জলাভূমি রক্ষার দায় কিংবা উৎসব অনুষ্ঠানে চারা গাছ বিতরণ শুধুই আজ মুষ্টিমেয়ে পরিবেশ প্রেমীদের আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। শুধুমাত্র বড় বড় হোর্ডিং, টিভি বিজ্ঞাপন পরিবেশ সচেতন করে তুলতে পারে না যতক্ষণ না প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, অসংখ্য ক্লাব ও জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের আত্মরক্ষার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। 'বৃষ্টি কেলেঙ্কারি' নিয়ে আলিপুর বার্তা বরাবর সাধ্য মতো প্রচার চালিয়েছে। অনেক সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতায় আজও আমরা সক্রিয়। সকলের সচেতনতা একমাত্র এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারে। শুধু মানুষ নয়, অজস্র প্রাণী গাছপালা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এই গরমের হাত থেকে মুক্তির জন্য স্রেফ ঠাণ্ডা মেশিন সমস্যার সমাধান হতে পারে না। প্রয়োজন যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে সর্বস্তরের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্ম ও তাহার রহস্য

তাহা ত্যাগ করিতে গেলে যত তীব্র বেদনা অনুভব কর না কেন, প্রয়োজনকালে তাহা পরিত্যাগের শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চিত রাখ। এই জীবনেই হউক বা অন্য কোন জীবনেই হউক দুর্বলের স্থান নাই, দুর্বলতা দাসত্ব আনে। দুর্বলতা সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখের কারণ। দুর্বলতাই মৃত্যু। শতসহস্র জীবাণু আমাদের চারিদিকে বিচরণ করিতেছে,

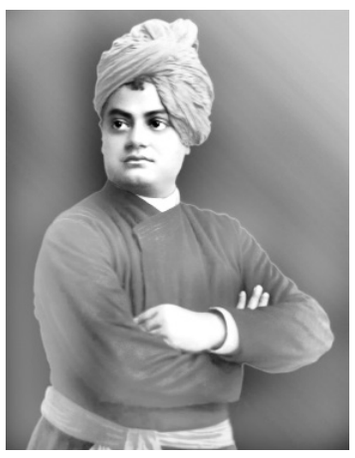

কিন্তু যে পর্যন্ত না আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, যে ত যে পর্যন্ত না আমাদের দেহ ঐগুলি গ্রহণ করিবার জন্য পূর্বেই প্রস্তুত ও উন্মুখ হয়, সে পর্যন্ত ঐ জীবাণুগুলি আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। লক্ষ লক্ষ দুঃখের জীবাণু আমাদের চারিদিকে ভাসমান থাকিতে পারে। ঐগুলিকে গ্রাহ্য করিলে চলিবে না। যে পর্যন্ত আমাদের মন দুর্বল না হয়, সেগুলি আমাদের নিকট আসিতে সাহস করিবে না, আমাদিগকে আয়ত্ত করিবার কোন শক্তি তাহাদের নাই। জীবনের পরম সত্য এই: শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ ও আনন্দ, শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন। দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ, দুর্বলতাই মৃত্যু।

এই জীবনে যাবতীয় ইন্দ্রিয় সুখের উৎস আসক্তি। আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধবদের প্রতি আসক্ত হই। নিজেদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আসক্ত হই। যাবতীয় ব্যহ্যবস্তুতে আসক্ত হই, যাহাতে ঐগুলির সাহায্যে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিতে পারি। আবার এই আসক্তি ভিন্ন আর কি আছে, যাহা আমাদের দুঃখ দিতে পারে? আনন্দ অর্জন করিতে হইলে আমাদিগকে আসক্তিহীন হইতে হইবে। ইচ্ছামাত্র অনাসক্ত হইবার শক্তি যদি আমাদের থাকিত, তবে কোন দুঃখই থাকিত না। কেবল সেই ব্যক্তিই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বস্তুলাভে সমর্থ হইবেন

ফেসবুক বার্তা

কালো টাকার জিগির তুলে কাটমানির পাপ ধোয়ার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র

নির্মল গোস্বামী

মমতা ব্যানার্জী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার দর ক্রমশঃ নিম্নমুখী। কোম্পানির শেয়ার হোল্ডাররা দ্রুত শেয়ার হাত ছাড়া করতে চাইছে। তাই বাজারের নিয়ম অনুযায়ী মার্কেটে বেশি শেয়ার বিক্রির জন্য এলে তার দাম পড়তে থাকে। আগামী দিনে বাজার যে আরো পড়বে তার ইঙ্গিত দিচ্ছে বিভিন্ন শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞরা। লোক সভা নির্বাচন পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে বাজারকে চাঙ্গা করার শত চেষ্টা করেছিল কোম্পানির এম ডি এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ। কিন্তু বার্ষিক অডিট রিপোর্ট বের হতে দেখা গেল নিট মুনাফা তো হলই না, উল্টে লভ্যাংশে বিশাল ঘাটতি। দেখা গেল উত্তরবঙ্গের একটা বিশাল বাজার কোম্পানির হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে। সেই মার্কেট দখল করেছে প্রতিযোগী আর এক নামী ব্র্যান্ড কোম্পানি তাদের বাজার ভারতের ২২টা রাজ্যে। হঠাৎই আচমকা ব্রন্ড মোদী কোম্পানি বাংলার এতো বড় বাজার যে দখল করবে, তা তৃণমূল এম ডি ভাবতেও পারেনি। কারণ উপভোক্তাদের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। আর ছিল সুদূর গ্রামস্তর পর্যন্ত কোম্পানির এজেন্টরা– তারা সব সময়ই বিভিন্ন প্রডাক্টকে দ্রুত উপভোক্তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। প্রডাক্টের গুণমান সম্পর্কে কারো কোনও সন্দেহই ছিল না। কোন কোন প্রোডাক্ট আবার আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশংসিত। তেমনি এক প্রোডাক্ট হল 'কন্যাশ্রী'। আবার কোন কোন প্রোডাক্ট ভারত সরকার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের তকমা প্রাপ্ত। যেমন ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প। এছাড়াও আরো দু–একটি ক্ষেত্রে তৃণমূল কোম্পানির প্রোডাক্ট ভারত সেরার শিরোপা প্রাপ্ত।

বিগত ৮ বছরের হিসাব নিকাশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কোম্পানি যে শুধু বিশাল মুনাফা করেছে তাই নয়, তার স্টকিস্ট (রাজ্য নেতৃত্ব) এজেন্ট (জেলা নেতৃত্ব) এবং খুচরো ব্যাবসায়ী (গ্রাম পঞ্চায়েত নেতৃত্ব) সকলেই লাভ করেছে। সকলেই বেশ দুধে ভাতে আছে। এবং এই ব্যবসা যাতে ভবিষ্যতে মার না খায়, এই সব এলাকায় যাতে তৃণমূল কোম্পানির মৌরসী পাট্টা জন্মায় তার জন্য অন্যপন্থার পথও খোলা রেখেছিল। অন্য দু একটা পুরনো কোম্পানির এজেন্টরা তাদের মাল বিক্রির চেষ্টা করলেই মারধর দিয়ে এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এমন কি ব্র্যান্ড মোদী কোম্পানির লোকজন যাতে তাদের প্রডাক্ট বিক্রি করতে না পারে– তার ব্যবস্থাও ছিল স্তরে স্তরে। ব্রান্ড মোদীর প্রোডাক্ট গ্রামে কেউ ঘরে তুলেছে এই খবর তৃণমূল কোম্পানির এজেন্টদের কানে পৌঁছালেই হল। বেচারি গৃহস্থের প্রাণান্তকর অবস্থা হত। মারধর, মাল ফেলে দেওয়া এমন কি মুচলেখা দিতে হত যে, আর কোন দিন অন্য কোন কোম্পানির মাল তারা ঘরে তুলবে না। মোদী ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট যাতে রাজ্যে ঢুকতে না পারে তারও

অলিখিত অনেক ব্যবস্থা ছিল। এ রাজ্যের উপভোক্তাদের কাছে তারা যাতে তাদের প্রোডাক্টের ডেমোনেসট্রেশন দিতে না পারে তার জন্য মিটিংয়ের পারমিশান দেয় নি প্রশাসন। তাদের ব্রাণ্ড অ্যাম্বাস্যাডাররা যাতে এ রাজ্যে আসতে না পারে তারও ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের প্রোডাক্ট পরিবহনে বাধা দেবার জন্য গাড়ি মালিকদের নির্দেশ ছিল যাতে ভাড়া না দেয়। এতো কিছুর হার্ডেল টপকে ব্রান্ড মোদীর বাজার দখলে তাই চিন্তিত এম ডি মমতা ব্যানার্জী। তৃণমূল এমডি তার বোর্ড অফ ডিরেকটরদের কোন দিন গুরুত্ব দেন নি। তিনি নিজে যা সিদ্ধান্ত নিতেন বোর্ড অফ ডিরেকটরা চক্ষু মুদে তাতে স্বাক্ষর করে দিতেন। তাঁর ধামা ধরা লোকেরাই বোর্ড অফ ডিরেকটরে মনোনীত হন। তাই সেই সমস্ত ডিরেকটদের পরামর্শ যে অর্থহীন তা জেনেই আজ তিনি কয়েকশো কোটি টাকা খরচ করে বাজার বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত কিশোরকে অ্যাডভাইজার নিযুক্ত করেছেন (লোকে বলে)। এতোদিন এম ডি মমতা ব্যানার্জীর ছবিই ছিল সকল প্রোডাক্টের বিক্রি ইউ এস পি। এখন আর তাতে কাজ হচ্ছে না। প্রশান্ত কিশোর মার্কেট সার্ভে করে দেখলেন যে গ্রামের এজেন্টরা এমআরপি'র থেকেও বেশি দামে মানুষদের প্রোডাক্ট বেচেছে। তাই এম ডি নির্দেশ দিলেন সেই অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে হবে। উপভোক্তারা সুযোগ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খুচরো বিক্রেতাদের উপর। এই বিক্রেতারা পড়ল মহা ফাঁপরে। কারণ ছবি আর সই দেখে প্রোডাক্টের চাহিদা তুঙ্গে বলে স্টকিস্টরা, এজেন্টরা বেশি দাম নিয়েছে খুচরো বিক্রেতাদের থেকে। অতিরিক্ত যে মূল্য গ্রাহকরা মিটিয়েছে তার সব ভাগ তো খুচরো বিক্রেতাদের কাছে নেই। কিছু গেছে স্টকিস্টদের কাছে কিছু গেছে এজেন্টদের পকেটে। খুচরো ব্যবসায়ীরা দিকে দিকে মার খেতে লাগল। উপভোক্তাদের দাবির ঠেলায় কেউ টাকা ফেরত দিল আবার কেউ বা এলাকা ছেড়ে পালাল। আর কিছুদিন এভাবে চললে মার্কেট যে ঘেঁটে 'ঘ' হয়ে যাবে তা টের পেলেন প্রশান্ত কিশোর। গ্রামে যারা মার খাচ্ছে তারা আর কোনও দিনই তৃণমূল কোম্পানির প্রোডাক্ট বিক্রির নাম যে করবেনা,তা এক প্রকার নিশ্চিত।

এই অবসরে জনমনকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার প্রচেষ্টায় প্রশান্ত কিশোর এম ডির কাছে কালো টাকার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে বললেন। ৫০০ কোটিতে নিযুক্ত পরামর্শদাতার পরামর্শ তো হেলাফেলার বস্তু নয়। তা যে পরশপাথর তুল্য। তাই ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে এমডি ডাক দিলেন কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের। কাটমানি থেকে জনচিত্তকে ব্ল্যাকমানির দিকে ঠেলে দিতে চাইলেন। প্রশান্ত কিশোরের এই দাওয়াইয়ে কতটা রোগ সারাবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ কাটমানি যতটা স্পষ্ট কালো টাকা ততটাই আবছা, ধোঁয়াটে। কাটমানি যে খায় সে জানে, আবার যার থেকে খেয়েছি সেও জানে। অথবা আরো কেউ কেউ জানতে পারে। এখানে খাদ্য খাদক পরস্পরের চেনা জানা। তাই আন্দোলনটা অত দ্রুত দানা বাঁধল। কাট মানি তো আর কেউ ভালোবেসে কাউকে দেয় নি? ফলে যখন দিয়েছে তখন থেকেই মনের মধ্যে একটা রাগ সে পুষে রেখে ছিল– কাটমানি লেনেওয়ালাদের বিরুদ্ধে। তুষের আগুনের মতো ধিকধিক করে জ্বলছিল। অনুকূল বাতাস পেতেই তা দিকে দিকে দপ করে জ্বলে উঠেছে। প্রশান্ত কিশোর রোগটা ঠিক ধরেছিলেন কিন্তু ঔষধ নির্বাচনে ভুল করেছেন। যেখানে তুষের আগুনে ছাই চাপা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল সেখানে বাতাস বহিয়ে দিয়েছেন।

যাই হোক এখন কালো টাকার খোঁজ করবে কারা? কালো টাকা কার কাছে আছে তা অনেকেই অনুমান করতে পারে। কিন্তু কাউকে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করতে পারছে না। সেই কাজটা একান্তই আয়কর দফতরের কাজ। গ্রামের গরিব মানুষ কি বড়লোকের বাড়ি গিয়ে বলতে পারে যে তোমার কাছে কালো টাকা আছে আমাদের দিয়ে দাও। কালো টাকা মানে সরকারের কাছে ঘোষিত আয়ের অতিরিক্ত টাকা। অনেকের কাছে থাকলেও সাধারণ মানুষের তার উপর কোন দাবি নেই। কারণ ব্যবসা করেই কালো টাকা উপার্জন করেন ব্যবসায়ীরা। যথাযথ কর না দিয়ে তাকে কালোতে রূপান্তরিত করেন। কালো টাকা থাকে তাদের কাছে যারা ঘুষ খায়। আর থাকে রাজনীতির কারবারীদের কাছে যারা কিছু না করেই কোটি টাকার মালিক। পাঁচ বছরে কারো কারো দুশগুন সম্পদ বেড়েছে। প্রশান্ত কিশোর কি কর্মীদের সঙ্গে নেতাদের লড়াই করতে বলছেন? জনগণ কাদের কাছে গিয়ে কালো টাকা ফেরৎ চাইবে? সেটা স্পষ্ট করে না বললে আন্দোলন হবে কি করে?

তুমি যে সকল সহা, সকল বহা, মাতার মাতা

অমিতাভ সেন

ভারতবর্ষ শুধুমাত্র একটা ভূখন্ড নয়। অটলজীর ভাষায় 'কংকর কংকর মে শংকর হ্যয়।' প্রফেসর হরিপদ ভারতীর ভারতবীক্ষণও ছিল অনুরূপ। History ও ইতিহাস সমার্থক শব্দ মানতেন না। ইউরোপিয়ন হিস্টোরিয়নদের পাথুরে প্রমাণ সহ ইতিহাস লিখন খৃঃ পূঃ ২০০০ থেকে খৃঃ পঃ ২০০০ বছর অর্থাৎ মোট ৪ হাজারের মধ্যে ভিনসেনট স্মিথ, টয়েনবি প্রমুখ ইউরোপিয়ন ঐতিহাসিকদের চলাফেরা। অথচ সূর্য এবং পৃথিবীর বয়স যদি ৪৪০ কোটি বছর হয় এবং পরিবেশ শীতল হতে আরও ২০০ কোটি বছর লেগে থাকে তো প্রাণের বিকাশ ১৫০ কোটি বছর আগের ঘটনা। মানব ইতিহাস চারহাজার বছর ফ্রেমওয়ার্কে বেঁধে রাখা যায় না। এই বিশাল ইতিহাস ধরা আছে বেদপুরাণের স্মৃতি সংহিতায়। আর আছে মানুষের স্মরণে, কথ্যবর্ণনাতেও ইতিহাস (History নয়) উপাদান পাওয়া যায়। রামায়ণ–মহাভারত এই মানব এষণার মহাসম্পদ। হিন্দুত্ববাদ এই জ্ঞানবৃক্ষের ফল। ভারতীয় সমাজ এই হোমোজিনিয়স থিওরি স্বীকার করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ–বিবেকানন্দ ইউরোপীয় ন্যাশনালিজম এর সংজ্ঞা মানতেন না। সমাজ ছিল তাঁদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে। স্যর ছিলেন এই ধারার চিন্তানায়ক, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল হিন্দুত্ববাদই হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পদ্মবেদী। যে তত্ত্ব প্রার্থনা করে দ্বৌ শান্তিঃ 'অন্তরীক্ষঃ শান্তিঃ বনস্পতয়ে শান্তিঃ; মানুষ–প্রকৃতি–পরিবেশ সকল তত্ত্বই যার মঙ্গলাচরণে মর্যাদা পেয়েছে সেই হিন্দুত্ববাদ প্রফেসর ভারতীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে সমৃদ্ধ করেছে। সেইজন্যই তিনি জনসঙ্ঘের নেতা এবং পরবর্তী যুগে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম রাজ্য সভাপতি।

ডঃ বিধান রায় তাঁকে কংগ্রেসে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। স্যর সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দল তখন শক্তপোক্ত ছিল না। তার ওপর গান্ধী হত্যার দায় কংগ্রেস অন্যায় ভাবে হিন্দুত্ববাদী মানুষদের ওপর চাপিয়েছিল। নাথুরাম গোডসের হঠকারিতা হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ৫০ বছর পেছিয়ে দিয়েছিল। তা না হলে ১৯৬৪ সালেই কংগ্রেসবিরোধী শক্তি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসতে পারতো মানুষের মধ্যে গান্ধীহত্যা নিয়ে ভ্রান্তি ছিল এজন্য সংগঠন শক্তপোক্ত নিটোল হয়ে ওঠেনি। ১৯৭১ সালে স্যর লোকসভা নির্বাচনে হাওড়া কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা অনেক ছাত্র 'প্রদীপ চিহ্নে ভোট দিন' আবেদন নিয়ে প্রচারে বেড়োতাম। ১৯৭৭ সালে জোড়াবাগান কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় লাঙল কাঁধে কৃষক চিহ্ন নিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। ৭০ দশকে বাম অতিবাম অবিরাম সংঘর্ষের দিনে প্রোফেসর ভারতীর নির্বাচনী বক্তৃতা শোনার জন্য সকল পক্ষ আড়ালে আবডালে অপেক্ষা করতো। The Materialist Interpretation of History, The doctrine of class war এবং The Theory of Surplus value–এই তিনটি স্তম্ভের ওপর মার্ক্সবাদ দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাসের এগিয়ে যাওয়ার পথে বিবর্তনের গতিধারার সঙ্গে সমাজের প্রতিটি উপাদানের ওতোপ্রোত সম্পর্ক আছে। মার্কস বলেছেন শুধু economic factor; স্যর নেতাজি রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন : The materialist interpretation of History, which seems to be a cardinal point in communist theory, willnot find unqualified acceptance in India. আমরা এতো কঠিন কথা বুঝতে পারতাম না। স্যর সহজ করে বলতেন, ভারতের মাটি ধর্ম সংযুক্ত ধর্ম এখানে আফিং নয়। ধর্ম হচ্ছে প্রেরণাস্রোত– বিবেকানন্দর উক্তি– তোমরা যাই বলো না কেন মা কালী পাঁঠা খাবেন, কেষ্ট বাঁশি বাজাবেন, শিব শিঙে ফুঁকবেন। ভারতীয় সমাজ এর বাইরে নয়।

প্রফেসর ভারতী বলতেন মার্কস–এর অ্যাঙ্গেলসকে সব থেকে প্রথম মার্কেটিং করে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ইংলন্ড। মার্কস ১৮১৮ সালে জার্মানিতে জন্ম নেন। অ্যাঙ্গেলসএর সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রকাশ করেন The Communist Manifesto, যাতে ডাক দেওয়া হয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র Dictatorship of the prolatariet প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আবার Das Capital বই প্রথম তিনটি সংস্করণের প্রকাশ হয় এই লন্ডনেই। মার্কস অ্যাঙ্গেলস ঘোষণা করলেন প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেনে। এখানেই প্রথম বুর্জোয়া মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রোলাতারিয়েৎ শ্রমিক শ্রেণি জন্ম লাভ করবে এবং শিল্প (industry) ও ধন করায়ত্ত করবে। এরকম আত্মঘাতী তত্ত্ব মার্কেটিং করে ধনতান্ত্রিক ব্রিটেনের লাভ কী? লাভ এইটাই রাশিয়া ল্যাটিন আমেরিকা, কিউবা প্রভৃতি দেশগুলি আভ্যন্তরীণ সমস্যায় বিদ্ধস্ত হয়ে যতো গৃহযুদ্ধের দিকে যাবে শিল্প বিপ্লবের দেশ ব্রিটেনের অস্ত্রব্যবসা ততো ফুলে ফেঁপে উঠবে। মার্কসের ভবিষ্যৎ বাণী মেলেনি। তথাকথিত বলশেভিক বিপ্লব হয়েছে রাশিয়ায়, ইংল্যন্ডে নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমানবিক বোমার পরীক্ষার পর ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হল, অস্ত্রব্যবসার এক নতুন রূপ দেখা গেল। পুরনো ধারণা কম্যুনিজম এবং নতুন দ্বিজাতিতত্ত্ব এই ব্যবসায় অনুঘটকের কাজ করতে থাকলো। আমেরিকা অস্ত্র বিক্রয় করে পাকিস্তানকে, রাশিয়া ভারতকে। পাকিস্তান আজ রাস্তার ভিখারি, ভারতও ৭০ বছরে Developing রয়ে গেছে Developed হতে পারেনি । সিরিয়া, নিকারাগুয়া, চিলি, এলসালভাদর, ইয়েমেন, কলম্বিয়া সর্বত্র অস্ত্র ব্যবসার রমরমা। চোরা গোপ্তা অত্যন্ত latesxt styleএ আমেরিকা মার্কসবাদী বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকলো। করতে থাকলো কম্যুনিজমএর সঙ্গে রোম্যান্টিসিজমএর মিশেল। আমেরিকার নাকের ডগায় কিউবাতে তথাকথিত বামপন্থী বিপ্লব করার পর ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গী চে গুয়েভারা ছুটতে থাকলো বলিভিয়ার পথে। ধরা পড়লো মার্কিন সেনাবাহিনীর হাতে। কমরেড চের শেষ মুহূর্তের ছবি বীরসুলভ মোড়ক লাগিয়ে মার্কেটিং করতে থাকলো সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। সাহিত্য কাব্য, চে–র ডায়েরি থেকে টিশার্ট টুপি চুরুট কতো উপাদান। পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নিলো নকশালবাদ, প্রবল ছিল মাত্র পাঁচ ছয় বছরের জন্য। একে দুর্বল করার পেছনে ছিল শুধু IG রঞ্জিৎ গুপ্তর পুলিশী থার্ড ডিগ্রি নয়, ছিল দার্শনিক হরিপদ ভারতীর চিরমধুনিষ্যন্দি বাগ্মীতা। সৌমেন ঠাকুর, হীরেন মুখার্জী সকলেই বামাচারী ছিলেন । স্যর একা ছুটে বেড়াতেন, মার্কসবাদকে আছড়ে পাছড়ে ভাণ্ডাফোট করে ছাড়তেন। তুলে ধরতেন বিবেকানন্দ–রবীন্দ্রনাথ–অরবিন্দ–নেতাজির বক্তব্য। সাম্যবাদ–সাম্যবোধ–বসুবৈধ কুটুম্বকম প্রভৃতির 'No Pair, No Par'– বলতেন স্যর।

আমি সেই সব আগুন–ঝরা দিনের সাক্ষাৎ সাক্ষী। স্যর বলতেন, ভোটে হয়ত জিততে পারবো না, বাপ হিসাবে সন্তানকে বিপথ কুপথ থেকে সরিয়ে আনতে পারব। এখানে স্যর একশো ভাগ সফল। মিটিং শেষে মাইক টেবিল সররঞ্জি গোটাবার সময় সেইসব বাম–অতিবাম ছাত্রেরা আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতো, কেননা সেদিন আমরা তো ছিলাম গুটিকয়। বামপথ ছেড়েছে অনেকে, জীবনের উচ্চপদে বৃত হয়েছে, মেধাবী তো তারা ছিলই। একজন প্রাক্তন ইনকামট্যাক্স কমিশনার শনিবার কফি হাউসের আড্ডায় বলছে, বুঝলি অমিতাভ, এই যে বেঁচে আছি এটাই স্যর এর কৃপা। তা না হলে কবে রঞ্জিত গুপ্তর গুলি খেয়ে ধাপার মাঠে লাশ হয়ে পড়ে থাকতাম।

এমারজেনসী পিরিয়ডে স্যর ২৭ জুন ১৯৭৫ সালে মিসা আইনে গ্রেপ্তার হন। প্রেসিডেন্সী জেলের অভিজ্ঞতার অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণনা রেখে গেছেন 'জেলে মিসা বাইরে মিসা' বইয়ে। সমাজের একটা ঘেরাটোপের এত সরস উপস্থাপনা শুধু তাঁর কলমেই সম্ভব। আধুনিক বাংলা গদ্য এতো ইলাস্টিক হতে পারে! উনি কেন বারবার জেলে যেতেন না?

আকাডেমিক উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ভারতী আমাদের সকল কাজে উৎসাহ দিতেন। ক্রিস্টোফার রোড পদ্মপুকুরের কাছে লেনিন স্কুল অফ মার্ক্সিস্ট স্টাডিজ ছিল। তার সন্ধান স্যরই দিয়েছিলেন। একদিন বললেন অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য ভাষণ দেবেন ভারত সভা হলে। যাস সেখানে। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের প্রথিতযশা অধ্যাপক। খুব সামান্যই তাঁর বক্তব্যের বুঝলাম। পরদিন স্যর জিজ্ঞেস করলেন– কী শুনে এলি। আমি বল্লাম– জ্যোতি স্যর বললেন Land to the Tillers. মানে? লাঙল যার জমি তার। অধ্যাপক ভারতী একটু হেসে বললেন– তাহলে পালকি যার বউ তার। বাবা মা তোমার বিয়ে দেবেন। রাঙা টুকটুকে বউ নিয়ে পালকি চেপে বাড়ি আসছে। একটু পরে একজন এসে বলবে–বাছাধন এবার নামো। পালকীও আমার, বউও আমার তাই তো? আমি ভবিষ্যৎ বিপদের আশংকায় স্যর এর মুখের দিকেই চেয়ে রইলাম।

মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ মাটির মালিক তাঁহারাই হন। জমির উত্তরাধিকারসূত্র সম্বন্ধে জ্ঞান তো দূরের কথা, চাষবাস সম্বন্ধে বিন্দু মাত্র ধারণাও তাদের নেই। রাজীব গান্ধি একবার উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। একটা জমিতে দেখেন লঙ্কার চাষ হচ্ছে। জমির এক অংশের পাকা লঙ্কা ছিল। জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন লাল লংকার দাম ২০ টাকা কিলো আর কাঁচা সবুজ লঙ্কা ৮ টাকা প্রতি কিলো। রাজীব দিগ্বজ সঙ্গী সাংবাদিকদের কাছে অনুযোগ করলেন– I do not understand why farmers do not grow red chillis instead of cheaper green chillys. শ্রীমানের এইটুকুও ধারণা নেই যে সবুজ লঙ্কা পেকেই তবে লাল হয়। ধারণা হবেই বা কী করে? এনারা মাতাসহ জওহরলাল প্রথম নির্বাচনে ফুলপুর থেকে দাঁড়ান, তখনই প্রথম ধান্যবৃক্ষ দেখার সুযোগ হয়। এর আগে ধান থেকে চাল হয় এবং সেটা থেকে ভাত পণ্ডিতজীর সেই জ্ঞান ছিল। কিন্তু মনে প্রশ্নও ছিল– how the paddy timber is utilized. স্যর বলতেন বামপন্থীরা কংগ্রেসীদের টিটকারি মারতো–নেহেরু অনুরক্তা/ধান কাঠের তক্তা। মায়ের সংগে ছেলের নাড়ির যোগাযোগ। সেই যোগসূত্র যার নেই তারই দরকার হয় মাকে আবিষ্কার করার। তাই তাঁকে লিখতে হয় Discovery of India. বরেণ্য অধ্যাপক চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখতেন নেহরুর ভারত ইতিহাস বীক্ষণ কতো ভুলে ভরা। ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস Indica গ্রন্থে কাশ্মীর রাজ্যে অর্থনৈতিক বৈভব, নাগরিকদের সমৃদ্ধজীবন, সামরিক উৎকর্ষ... হাতীশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সবকিছুর অনিন্দ্য প্রশংসা করেছেন। এত অপরিমেয়তার পরেও নিজের প্রভু আলেকজান্ডারকে জিতিয়েছেন। অনেক মহৎ বানিয়েছেন তাঁকে... পুরু রাজাকে তিনি নাকি রাজার মত সম্মান দিয়ে মুক্ত করেছিলেন। ঐতিহাসিক সত্য নিজে নিজেকে প্রকাশিত করে। সত্যটা হচ্ছে পিঠে যে ক্ষত হয়েছিল তার যন্ত্রণায় ব্যবিলনের

মাটিতে পোঁতা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকালে সদাইপুর থানার করমকাল গ্রামের মাঠ থেকে মাটিতে অর্ধেক পোঁতা এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পাশ থেকে রক্তমাখা ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের নাম গোপীনাথ পাতর। সোমবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলো গোপীনাথ। গ্রামবাসীরা পুলিশ কুকুর এনে তদন্তের দাবিতে পুলিশকে মৃতদেহ তুলতে বাধা দেয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে গোপীনাথকে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের দাবি। মৃতকে দলীয় কর্মী বলে দাবি করেছে বিজেপি। যদিও খুনের সাথে রাজনৈতিক যোগের কথা অস্বীকার করেছে পরিবার। বচন ঘোষ নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। উত্তেজনা থাকায় এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সদাইপুর থানার পুলিশ।

ডেপুটেশনে উত্তপ্ত কাঁকরতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো,পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা সহ একাধিক দাবিতে ২২শে জুলাই বীরভূম জেলার ২৩টি থানায় ডেপুটেশন দিলো বিজেপি। ডেপুটেশনে যোগ দিতে আসার সময় তৃণমূলের হামলায় জখম হয়ে দুই বিজেপি কর্মী নাকড়াকোন্দা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রতিবাদে কাঁকরতলা থানার সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, কাটমানির টাকা ফেরত, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ সহ একাধিক দাবিতে বীরভূম জেলার ১৯টি ব্লকের বিডিওকে ডেপুটেশন দিলো বিজেপি। আরোয়া গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে রেশন পায় না বিজেপি সমর্থকেরা। দুবরাজপুর বিডিওকে দেওয়া ডেপুটেশনে সেটার উল্লেখ করা হয়। কাষ্ঠগড়া গ্রামপঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দেয় বিজেপি।

ক্যানিংয়ে অস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও ক্যানিং থানার পুলিশ যৌথভাবে ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলা গ্রামের আবু সিদ্দিক লস্কর এর বাড়িতে হানা দেয়। হদিশ মেলে অস্ত্র কারখানার। সেখান থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ সহ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম। পুলিশ গ্রেফতার করে আবু সিদ্দিক লস্কর কে। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান জানান, তিন বছর আগে আবু সিদ্দিক লস্কর কে অস্ত্রসহ গ্রেফতার হয়েছিল। অস্ত্র কারখানার পাশে দুটি এমব্রয়ডারি কারখানা চালায়।এলাকার মানুষের কোনও সন্দেহ হয়নি। এই কারখানায় তৈরি হওয়া অস্ত্র–গুলি মূলত বাসন্তী, গোসাবা, জয়নগর কুলতলি, ক্যানিং এলাকার স্থানীয় দুষ্কৃতীদের কাছে সে বিক্রি করতো। এক একটি ওয়ান শটার শর্ট পাইপগান ১০ হাজার টাকার বিনিময় ও সিঙ্গেল ব্যারেল লং পাইপ গান গুলি এক একটি ১৫০০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতো অভিযুক্ত।

এই অস্ত্র কারখানা থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫ টি সিঙ্গেল ব্যারেল লং পাইপ গান, ১২ টি সিঙ্গেল শুটার শর্ট পাইপ গান ও ২ টি সিক্স চেম্বার পাইপ গান,২০ রাউন্ড ১২ বোরের তাজা কার্তুজ ও দুই রাউন্ড ৮ এম এম বোড়ের তাজা কার্তুজ। এছাড়াও প্রচুর অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম। ধৃত অস্ত্র ব্যবসায়ীকে আজ বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে এবং ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করবে ক্যানিং থানার পুলিশ। নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার পরে তাকে জেরা করে কোথা থেকে এই সমস্ত মাল আমদানি করতো এবং আর কেউ জড়িত আছে কি না তা জানার চেষ্টা করবে ক্যানি থানার পুলিশ। এছাড়াও এর আগে অভিযুক্ত আবু সিদ্দিকি লস্কর কোথায় কোথায় অস্ত্র বিক্রি করেছে সে বিষয়েও জানার চেষ্টা করবে পুলিশ। এরপর সেই সমস্ত অভিযুক্তদের কে গ্রেফতার করা হবে বলে জানান বারুইপুর জেলার পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান।

শিশুর ছবি দেখিয়ে প্রতারণা

প্রথম পাতার পর

মুলত তাতে থাকে ওই সংস্থার রেজিস্ট্রেশন নম্বরের কপি,যে শিশুদের জন্য সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তার ও তার বাবা মায়ের বিস্তারিত পরিচয়পত্রের জেরক্স কপি। পাশাপাশি শিশুটির বাবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ডিটেল এবং অনুদানের জন্য ১০ টাকার শতাধিক ছাপানো কুপন আর যে শিশুদের দেখিয়ে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তার চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ পত্রের জেরক্স কপি। দেখা গেছে, যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখিয়ে টাকা তোলে তার পুরোটাই ভুয়ো। এমন কি চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্রও সব ট্যাম্পার করা।

ঝকঝকে চেহারা আর অনর্গল বাংলা ও ইংরাজী বুলি পুঁজি করে নিরন্তর লোক ঠকিয়ে চলেছে এরা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বজবজ, লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিং এলাকার বিভিন্ন স্টেশনে এদের কারবার রমরমা চলে। শুক্রবার দুপুরে ক্যানিং স্টেশনে দাঁড়িয়ে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার বছর তেরো বয়সের সেখ ওয়াসিম আলি নামে এক ব্লাড ক্যানসার আক্রান্ত শিশু সাহায্যের জন্য টাকা তুলছিল আইডিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির হুগলি জেলার চন্দন নগরের বাসিন্দা পলি সরকার,মিঠু দাস,ডানকুনির সুভাষ পল্লির বাসিন্দা কমলা রায়'রা। এই ট্রাষ্টটির ঠিকানা ২৭৪ বি এল মুখার্জী রোড, নিমতা,কলকাতা ৭০০০৪৯।

সেখ ওয়াসিম আলি'র নামে ১০ টাকা চাঁদা দিতেই হাতে এল একটি কুপন। প্রতারণা করছেন কেন জিজ্ঞাসা করতেই তিনজন মহিলা প্রতিবেদককে শাসিয়ে বলেন, আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন। টাকা দিয়েছেন ভালো কথা, এবার ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ুন। না হলে আপনার বিপদ হবে। উল্লেখ্য কথা বলার ফাঁকেই একজন পালিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেন। ষ্টেশন এলাকায় প্রচুর লোকজন ভিড় করে থাকায় পালাতে সক্ষম হয়নি।এর আগে অবশ্য এই সব প্রতারক মহিলা এজেন্টদের সাথে প্রতিবেদক–এর পরিচয় হয়। জানা গেছে এই সব এজেন্টরা অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম করেও টাকা তোলে। প্রতেকদিন যে টাকা কুপন বিক্রি করে আয় হয় কমিশন হিসাবে অর্ধেক জমা হয় সংস্থার অফিসে আর অর্ধেক পায় এজেন্ট। এই সব এজেন্টদের দাবি, অনেকেই আবার মাসে তিন হাজার টাকা বেতনে কাজ করেন। রোগীর পরিবার একদম যে টাকা পায় না তা নয়। যা পায় তা প্রয়োজনের তুলনা অত্যন্ত নগণ্য। জানা গেছে, একবার এ ধরনের প্রতারক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করলে সংস্থার শেখানো বুলিই বলতে হয় রোগীর পরিবারের লোকজনদের।

আইডিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এজেন্ট পলি সরকার, কমলা রায়, মিঠু দাস'রা বলেন, তাদের মতো এক একটি এজেন্ট গ্রুপ প্রতিদিন প্রায় ৮–১০ হাজার টাকা কুপন বিক্রি করে সাহায্য তোলে। তাদের পকেটে ঢোকে ৪–৫ হাজার টাকা, আবার যে সমস্ত নতুন ছেলে মেয়েরা কাজ করে তারা মাসে পায় তিন চার হাজার টাকা বেতন। বাকি টাকা সংস্থার। এমন কথা বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রতারক মহিলারা বলেন, এমন কাজ আর কোন দিন করবো না। আমরা সংস্থার সম্পর্কে কিছুই জানিনা, আমাদের পুলিশে দেবেন না। আমাদের ছেড়ে দিন। পরে অবশ্য প্রতারক তিন মহিলাকে ক্যানিং ষ্টেশনের কর্তব্যরত আরপিএফ এর হাতে তুলে দিলে তাঁরা ক্যানিং জিআরপির হাতে হস্তান্তর করেন। ক্যানিং জিআরপি তিন মহিলাকে আটক করে সোনারপুর জিআরপি থানায় হস্তান্তর করেন। এ ভাবেই অভিনব প্রতারণায় দিনের পর দিন লোক ঠকিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে এই সব ভূয়ো সংস্থা। ক্যানিংয়ের দীনবন্ধু ঘরামী, অজয় বায়েন, অসিত মন্ডল'রা বলেন প্রশাসন একটু সজাগ হলেই এই সব প্রতারকদের ডানা ছাঁটা সম্ভব। লক্ষ্মীকান্তপুরের অশেষ দাস,সোনারপুরের দীপ্তি মুখার্জীরা বলেন, এদের তো প্রায়ই অসুস্থ শিশুদের সাহায্য করার জন্য আবেদন নিবেদন করে টাকা তুলতে দেখা যায়। এরা যে নতুন প্রতারণার ফাঁদ পেতে লোক ঠকাচ্ছে প্রশাসনের তা খতিয়ে দেখা উচিত। নাম জানাতে অনিচ্ছুক এক পুলিশ অফিসার জানান, সাধারণ মানুষ একটু সচেতন হয়ে যদি পুলিশে খবর দেয় তাহলে এই প্রতারণার চক্রের পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে। রেল পুলিশ অবশ্য তিনজন মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

চন্দননগরে আলোর হাব বিশ বাঁও জলে

মলয় সুর : চন্দননগরের বিশ্ব বিখ্যাত আলোর প্রতি বহু মানুষেরই আগ্রহ ও দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় পরিচিতি না থাকায় শিল্পীদের খুঁজে বের করতে হিমশিম খেতে হয়। রাজ্য তথা ভিন রাজ্য থেকে বুকিং করতে আসা মানুষজনদের। এই সমস্যা সমাধানে কেএমডিএ পার্ক সংলগ্ন কিছুটা দূরে এক একর জমিতে চন্দননগরে বিশ্ব কাঁপানো আলোর হাব তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। এজন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্তের পর জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াও শুরু করেছিল প্রশাসন। পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আলো শিল্পীদের একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আনার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। শুধু শিল্পীদের একছাতার তলাতেই আনার চেষ্টা করা নয়, নতুন প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং কোনও শিল্পী নতুন আলোর কেরামতি তৈরির পর বাজার বা সেই শিল্পকলা সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য ভাবনা ছিল সরকারের। তৎকালীন চন্দননগর পুরসভার মেয়র রাম চক্রবর্তী ফোনে বলেন, ২০১৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ীকে এমডি পার্ক থেকে বেশ কিছুটা দূরে শ্বেতপুরে আলোর হাব তৈরির জন্য এক একর জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি হাব কিভাবে তৈরি হবে সেজন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। চন্দননগরের বিধায়ক তথা পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের প্রস্তাব অনুযায়ী চন্দননগরে লাইটের হাব গড়ে তোলার জন্য জায়গা খোঁজার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

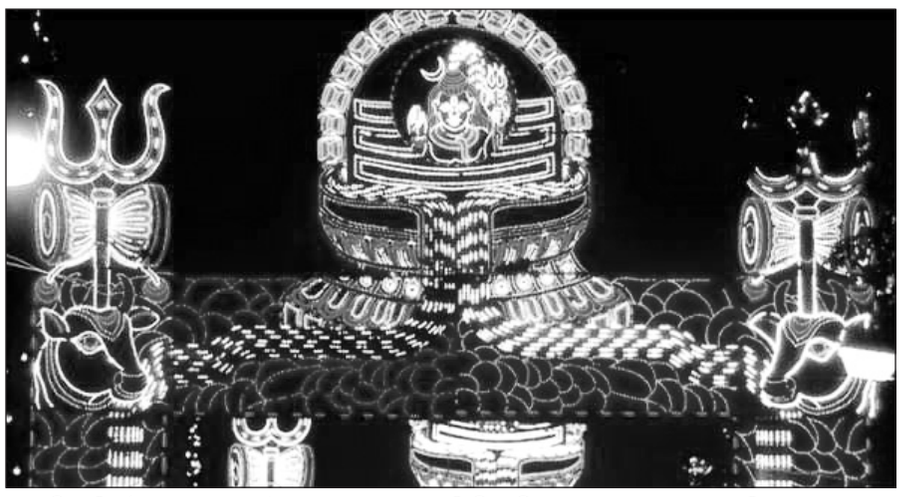

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পরেই লাইটের হাব গড়ে তোলার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়। প্রথমে চন্দননগর স্টেশন সংলগ্ন প্রায় দশ কাঠা জায়গা প্রয়োজন। তাই তা বাতিল হয়ে যায়। চন্দননগরের প্রখ্যাত আলোক শিল্পী সুপ্রীম পাল তথা বাবু পাল মোবাইল ফোনে বলেন, এই রাজ্য দেশ এমনকী ভিন দেশেও চন্দননগরের আলো সুনাম কুড়িয়েছে তার কেরামতির জন্য। প্রথম দফায় যে জায়গাগুলি হাবের জন্য বাছা হয়েছিল তার তুলনায় এই জায়গাটা কিছুটা সুবিধাজনক রয়েছে। তবে চন্দননগর শহর থেকে অনেক দূরে হওয়ায় তা নিয়ে আপত্তি রয়েছে অনেক আলোক শিল্পীদের। চন্দননগর শহরে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১২০ জন শিল্পীদের নিজস্ব ব্যবসা রয়েছে। তাঁরা শহরের কাছাকাছি কোথাও আলোর হাব গড়ে তোলার দাবি করেন। বাবু পাল আরও বলেন, হাবে যে সামান্য জায়গা শিল্পীরা পাবেন তাতে সেখানে বসে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই অধিকাংশ শিল্পীকে বাড়িতে বসে কাজ করতে হবে। এখানে শুধু এক বা দুটি আলোর স্ট্রাকচারের নিদর্শন রাখা যাবে। যদিও এ বিষয়ে চন্দননগর পুরনিগমে বেশ কয়েকবার মিটিং হয়। প্রায় দু'বছর হতে চলল এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে। কিন্তু কাজ এখনও পর্যন্ত শুরু করা যায়নি। যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গিয়েছে প্রকল্পটির কাজ। উল্লেখ্য সব সমস্যা কাটিয়ে কবে বহুকাঙ্খিত এই প্রকল্প হবে, সেই আশায় দিন গুনছেন চন্দননগরের বাসিন্দারা।

কালাচ এর কামড় খেয়ে ওঝার দ্বারস্থ, বেগতিক বুঝে হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাদুলি, তাবিজ–এর রমরমা ব্যবসার পাশাপাশি ওঝাগুণীনরা সমানে দাপট চালিয়ে যাচ্ছে গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায়। কোনও অসুখবিসুখ হলেই একমাত্র ভরসা ওঝা গুণীন আর ঝাড়–ফুঁক। সেই ওঝা গুণীনের

কেরামতির পাল্লায় পড়ে প্রচুর সাপে কামড়ানো মানুষজনের ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। ওঝাগুণীন থেকে সাবধান হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রামে গ্রামে প্রচার অভিযানও করছেন। তা স্বত্বেও নিজের মৃত্যুকে করে আহ্বান করে ডেকে আনার জন্য উদগ্রীব গুণীনের উপর নির্ভরশীল একাংশ মানুষজন।

মঙ্গলবার রাতে বিছানার মধ্যে কালাচ সাপ কামড় দেয় এক বছর ২২ এর মহিলার। ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ির উত্তর বুধোখালি গ্রাম।বুধবার সকালে তাহেরুন লস্কর নামে ওই মহিলার পেটে যন্ত্রণা শুরু হলে তার পরিবারের লোকজন গ্রামের ওঝার কাছে নিয়ে যায় ঝাড় ফুঁক করার। কিছুক্ষণ পর মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গুণীন তার কেরামতির হাল ছেড়ে দেয়। অগত্যা বিপদ আসন্ন বুঝতে পেরে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার জন্য তাহেরুন লস্কর কে নিয়ে যায় তার পরিবারের লোকজন। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর অবস্থা আরো অবনতি হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন গ্রামের ওই চিকিৎসক। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে রোগীর শারীরিক অবস্থা দেখে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন মহিলাকে কালাচ সাপে কামড়িয়েছে।মুহূর্তে তাঁরা চিকিৎসা শুরু করেন ওই মহিলার।চিকিৎসকদের অক্লান্ত চেষ্টায় ধীরে ধীরে তাহেরুন লস্করের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে । ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের দাবি সাপে কামড়ানো রোগী কে ওঝাগুণীন না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে গেলে রোগীর ১০০ ভাগ বেঁচে যাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে।ওঝা গুণীন করে সময় অপচয় হওয়ার ফলে সাপে কামড়ানো রোগীর মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠায় চোখে মুখে খুশির ছাপ তেহেরুন এর বাবা তাজেহার লস্করের। তিনি বলেন, রাতে বিছানা কি কামড়েছে বুঝতে পারিনি। মেয়ের অসহ্য পেটের যন্ত্রণা হওয়ায় তাই তাকে পাড়ার একজনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম ঝাড়ফুঁক করতে।মেয়ে কে সরাসরি হাসপাতালে আনলে আরো অনেক আগেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যেতো।এমন ভুল আর কখনও হবে না।

বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা মৌসুমীর?

প্রথম পাতার পর

তবে তখনকার কামদুনির প্রসঙ্গ সংবাদের শিরোনামে ওঠার কারণ ভিন্ন থাকলেও, এবারের কারণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বলে বিশ্লেষকদের মন্তব্য। কামদুনি বুথটি বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে শাসকদল তৃণমূল বিরাট ব্যবধানে জয় পেলেও এই বুথটিতে ৩৮৮ ভোটে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। কামদুনি বুথে তৃণমূল কংগ্রেস যেখানে ভোট পেয়েছে ২৫৮টি সেখানে বিজেপি ভোট পেয়েছে ৬৮৬টি। রাজ্য সরকারের সহানুভূতি যে কামদুনির মানুষ মন থেকে মেনে নিতে পারেনি, এই বুথের ফলাফলেই তা স্পষ্ট। ভোটের এই ফলাফল প্রসঙ্গে কামদুনি প্রতিবাদী মঞ্চের এক অন্যতম মুখ তথা এলাকার দীর্ঘ দিনের বিজেপি কর্মী ভাস্কর মণ্ডল বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করি। এলাকায় খুব বেশি সক্রিয় বিজেপি কর্মী না থাকলেও, মানুষের সমর্থন যে আমাদের উপর রয়েছে তা ভোটের ফলাফলেই পরিষ্কার। আমরা নির্বাচনের আগে মিটিং মিছিল, প্রচার ইত্যাদি না করতে পারলেও, তলে তলে মানুষ যে আমাদের পক্ষেই ছিল, তা শুধু কামদুনি নয়,গোটা রাজ্যের ফলাফলেই তা স্পষ্ট।' এদিকে কামদুনির বুথে বিজেপির এগিয়ে থাকাকে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব মতিয়ার সাঁপুই। এই যুক্তির সপক্ষে তার বক্তব্য, 'আসলে ওই বুথ এলাকায় শুধুমাত্র হিন্দুদের বাস।' কার্যত এই তৃণমূল নেতা অন্যান্য সমস্যাকে আড়াল করার চেষ্টা করেন ধর্মীয় মেরুকরণকে কাঠগড়ায় তুলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি অশোকনগরে আয়োজিত বিজেপির রক্তদান শিবিরে কামদুনির অন্যতম প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী কয়ালের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর কল্পনা শুরু হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংহ। একই সঙ্গে মৌসুমীর উপস্থিতি তার বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনাকে প্রবল করে তুলেছে। নিজেও তা উড়িয়ে দেননি মৌসুমী। তিনি বলে, 'আমি তো একটা সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। তবে এটাও ঠিক, সক্রিয় রাজনীতিতে গেলে মানুষের জন্যে আরও বেশি কাজ করতে পারব।' বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রস্তাব আসছে। আমি না–ও বলছি না, তবে তা ভবিষ্যতের উপরই নির্ভরশীল।' তবে ইতিমধ্যে মৌসুমীর বিজেপিতে যোগদানের জল্পনাকে ঘিরে কামদুনি আবার সংবাদ চর্চার বিষয় হয়ে উঠছে।

উপেক্ষাই কাল হল ভারতবাসীর

প্রথম পাতার পর

তাঁর গবেষণা পত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়েছিল আলিপুর বার্তায়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য চমৎকৃত করেছিল অগণিত পাঠককে। অথচ কাশীবাবুর ওই গবেষণায় যাদের সম্বিত ফেরার কথা ছিল সেই রাজনীতিবিদ এবং আবহাওয়াবিদরা সেদিন পাত্তাই দেন নি কাশীবাবুকে। আজ কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে তাঁর ভবিষ্যতবাণী মিলে যাচ্ছে। কাশীবাবু তাঁর গবেষণায় বলেছিলেন থর মরুভূমিতে তাপমাত্রা বেশি বলেই সেখানে নিম্নচাপ তৈরি হয় এবং সেই নিম্নচাপ পূরণ করতেই সাগর থেকে মৌসুমী ছুটে যায় মরুর দিকে। যাওয়ার পথে তাপমাত্রার তারতম্যে আমরা বৃষ্টি পাই। অথচ মরুর বিস্তৃতি রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার (ইন্দিরা গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী) যেদিন মরুর বুকে ক্যানাল কেটে জল নিয়ে গিয়ে চাষবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেদিনই মৌসুমীর মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন একদিন মরুর তাপমাত্রা কমবে, মৌসুমীর টান কমে যাবে। মৌসুমীর মৃত্যু হবে। সাধারণ বৃষ্টি লোপ পাবে। ২০১৯ সালে এসে আবহাওবিদরা বলছেন মৌসুমী জোর পাচ্ছে না। দেশের কোথাও এখন অনাবৃষ্টি, খরা আবার কোথাও অতিবৃষ্টি, বন্যা। দুটিতেই কৃষিকাজের দফারফা। রাজস্থানে বৃষ্টি হচ্ছে আর বৃষ্টির প্রবেশ দ্বার কেরল ও বৃষ্টির লীলাক্ষেত্র বাংলায় বৃষ্টির ঘাটতি চলছে। সেদিন যদি কাশীবাবুর গবেষণা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হতো আজ হয়ত আমাদের এমন দিন দেখতে হতো না। প্রবীণ গবেষক যত গবেষণাই করুন না কেন দেশের আহবাহওয়াবিদরা কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতাতেই অনড়। দিল্লির মৌসম ভবন তো এ ব্যাপারে আরও বড় জ্ঞানভাণ্ডার। বর্ষা আগমের শুরুতে প্রতিবছর তারা ভালো বর্ষার বার্তা শোনায়। শেষ পর্যন্ত বর্ষার ঘাটতি হলে তাকে পাত্তা না দেওয়ার কথা বলে। ফলে দেশে কৃষিতে আয় কমে। জিডিপিতে কৃষির অংশগ্রহণ কমে। এবার হাল সবচেয়ে খারাপ। অবশ্য এতেও কেন্দ্রীয় সরকার ও দেশের আবহাওয়া দফতরের টনক নড়বে বলে আশা কম। ফলে পরিস্থিতির উন্নতির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই তীব্র দহন ছাড়া গতি নেই। শুধু এই ভেবে আনন্দে থাকুন– ওই বৃষ্টি আসছে। কবে? এই প্রশ্ন করে লাভ নেই।

মোদীময় ২১ জুলাই

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এই সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের ভোট আরও হারাবে তৃণমূল। কারণ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যালটে ছাপ্পা ভোটের নানা ছবির কোলাজ মানুষের মনে ভাসছে। বিশেষ করে গণনাকেন্দ্রে ব্যালট পেপারে অবাধে ছাপ্পার ছবি বাংলার জনমানসে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, ইভিএমের বদলে ব্যালট চেয়ে মমতা নিজেই নিজের বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। ২০১১, ২০১৬ এবং ২০১৯–এ তার সাফল্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন ক্ষমতায় বসা মমতা। এই নানা স্ববিরোধী মন্তব্য না তীব্র গরম। কি কারণে বাংলার 'ক্রাউড ক্যাচার' নেত্রী আকর্ষণ হারালেন তার বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। কারণ ২১ জুলাই সর্বোচ্চ নেত্রীর বক্তৃতা চলাকালীন নেতা কর্মীদের সভা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রবণতা এর আগে কখনও দেখা যায় নি। এবার সামগ্রিকভাবে জনসমাগমে ভাঁটা পড়ায় এই ছবি সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। জেলা থেকে বাসের বুকিং, রাত্রি যাপনের অস্থায়ী ছাউনিতে উপস্থিতির হার, মঞ্চে চেনা বহু মুখের উপস্থিতি, তৃণমূলের অন্দরে উৎসাহ সবেতেই ঘাটতি এবার ২১ জুলাইয়ের সমাবেশকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে। ম্লান হয়ে গিয়েছে শহিদ স্মরণের আবেগও। মঞ্চে নেতারা কালো ব্যাজ পরে থাকলেও নেত্রীর মুখে একবারও শহিদদের কথা না বলা শহিদ পরিবারদের অস্তিত্ব সংকট বাড়িয়েছে। মঞ্চের সামনে শহিদ বেদীর দিকে আগত মিছিলে ঢাকঢোল বাজিয়ে নাচ গান সত্যিই শহিদ স্মরণের আবহ কিনা প্রশ্ন থেকেই যায়। আজ আর শহিদদের সামনে রেখে শপথ নেই, আছে শুধু নেত্রীর পথ। সে পথ আগামী দিনে কোন দিকে চলেছে তা নিয়েই দ্বিধাগ্রস্থ এবারের ২১।

মাতলা নদীর তীরে চলছে বৃক্ষনিধন

প্রথম পাতার পর

তৎকালীন ভ্রমণ পিপাসু পর্যকরা অনেকই ডাবু পর্যটন কেন্দ্রে ভ্রমণ করতে আসতেন। ভ্রমণার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ার ফলে এলাকার সাধারণ মানুষের ও আয়ের পথ দেখা দিয়েছিল।২০০৬ সালে এক খুনের ঘটনা কে কেন্দ্র করে বন্ধ হয়ে যায় ডাবু পর্যটন কেন্দ্র। ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূলের নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা পেলে পুনরায় ডাবু পর্যটন কেন্দ্র পুনরজ্জীবিত হয়।অল্পবিস্তর পর্যটকরাও আসতে শুরু করেন মাতলা সংলগ্ন ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের জঙ্গল,পাখির কলবর এবং পরিবেশ দেখার জন্য।

বর্তমানে ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মাতলা নদীর তীরবর্তী জঙ্গলঘেরা ডাবু পর্যটন কেন্দ্র অবস্থিত। মাতলা নদীতে ভাঁটার সময় এলাকার একাধিক বাসিন্দা সহ দুষ্কৃতীরা ডাবু পর্যটন কেন্দ্রে একাধিক বৃক্ষ নিধন করে নদীতে জোয়ারের সময় জলে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রকাশ্য দিনের আলোতেই এমন ধ্বংসলীলা চলেছে পর্যটন কেন্দ্র ডাবুতে। নাম জানাতে অনিচ্ছুক কয়েকজন সমাজসেবী এ বিষয়ে বলেন ডাবু পর্যটন কেন্দ্রে দুষ্কৃতীরা যে ভাবে বৃক্ষ নিধন করে চলছে,আগামী দিনে ইতিহাসের পাতা থেকে পর্যটন কেন্দ্র নামটাই মুছে যেতে পারে।

এবিষয়ে স্থানীয় নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নমিতা সাঁফুই কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ব্যাপারটি আমার জানা নেই ।তবে খোঁজ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

অন্যদিকে, স্থানীয় ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, ঘটনাটি বনদফতরে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন কে এবিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

সুন্দরবনের কবি তথা সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার ঘটনা প্রসঙ্গ বলেন, আমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ কে আমন্ত্রণ করে ডেকে আনছি। যত্রতত্র বৃক্ষ নিধন করার ফলে পৃথিবীতে তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে আবার জল সংকট ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বেড়েই চলেছে।অনুষ্ঠান সভা সমাবেশ করে কোনও লাভ হবে না।সাধারণ মানুষ যদি সচেতন না হয় তাহলে আগামী দিনে মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে আমাদের ।এই মুহূর্তে সকলকে উদ্যোগ নিয়ে জল সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপনের কাজ করতে হবে,পাশাপাশি প্রশাসন দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।তারপরই প্রাকৃতিকের সাথে লড়াই করা সম্ভব। নচেৎ বৃক্ষ নিধন জন্য ও বিশ্ব উষ্ণায়ণ এর জন্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে প্রাণীকূল।

শ্রাবণের বৃষ্টি বাতিল

প্রথম পাতার পর

অনবরত বৃষ্টির ঝরনা ধারায় স্থলভাগ প্লাবিত হয়ে পড়ত। কোনও নেতাদের মুখ থেকে আর জল ধর, জল ভর নামে স্লোগানের বুলি বের হতো না। মরুভূমিতে চাষ করে সরকার বৃষ্টি আনার কেন্দ্রবিন্দুটিকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। মরুভূমির ব্লাস্ট ফার্নেসের অগ্নিশিখা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের ভিজে বাতাস টেনে আনার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। গোটা ভারত উপমহাদেশের স্থলভাগে ছড়িয়ে আছে ডিম্বাকৃতি নিম্নচাপ (L)। নিম্নচাপের মূল কেন্দ্রটি বহুধা বিভক্ত। এ কারণে জোরালো বেগে মে

মহানগরে

বিদায় বেলায় কবি সম্মেলন

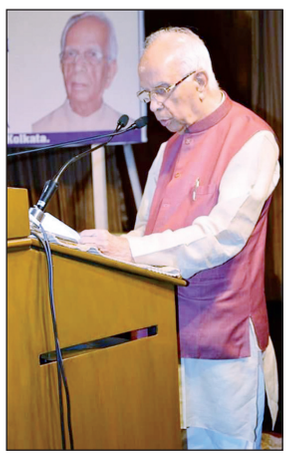

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গকে অভিভাবকের মতো সামলিয়ে ২৩ জুলাই শেষ হল তার অভিভাবকত্ব। শেষের দিনটা একটু অন্যরকম ভাবেই পালন হল রাজভবনের অন্দরে। খাতায় কলমে এই দিনই ছিল তার অন্তিম দিন। যদিও ২৭ জুলাই অবধি তাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং তারপরে পশ্চিমবঙ্গকে তিনি তুলে দেবেন আর এক অভিভাবকের হাতে।

তিনি হলেন কবি তথা পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ী মহামহিম রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি। হ্যাঁ কবি, তিনি কবিতার বই লিখেছেন প্রচুর। তাঁর কবিতা ছুঁয়ে গেছে সকলের মন প্রাণ। তাঁর জীবনের এক অজানা অধ্যায়। তাই শেষের সন্ধ্যেটা তিনি এক ঝাঁক কবির সঙ্গেই কবি সম্মেলনের মাধ্যমে কাটালেন। কবিতায়, গানে রাজভবন ছন্দে ছন্দে, তালে তালে মুখরিত। এমন আনন্দ সন্ধ্যা বিদায় দিল রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি। ড. তুষার কান্তি ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। তুষারবাবু ইতিমধ্যে রাজ্যপালকে নিয়ে একটি বই লিখে ফেলেছেন। রাজ্যপালের লেখা কবিতাগুলি সুর দিয়ে গান হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সেইসব গান উপস্থাপিত হল সন্ধ্যায়। বিশিষ্ট ভাষাবিদ পবিত্র সরকার এবং কবি কৃষ্ণা বসুর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান আরও সমৃদ্ধ হয়। মালায়ালাম কবি, হিন্দি কবি, তামিল কবি সহ আরও একঝাঁক কবি তাঁদের কবিতা শোনান বিদায়ী রাজ্যপালকে। এরপর সবশেষে রাজ্যপাল তাঁর লেখা কবিতায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রতিনিধিদের তিনি বলেন, কবিদের সম্মান জানানো কর্তব্য। কবিরাই তাদের মনের কথায় তুলে ধরেন সমাজকে। অবসর পেলেই তিনি কবিতা লিখে ফেলেন। এটাই তাঁর অভ্যাস। কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গকে তিনি কতটা 'মিস' করবেন, তার উত্তরে তিনি বলেন অনেকটাই। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তিনি ধন্যবাদ জানান, ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা জানান, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যাতে শান্তিতে ও সুখে থাকতে পারে, তিনি খুবই ভালোবাসেন। পশ্চিমবঙ্গকে এবং এই পাঁচ বছরে 'খাট্টা মিঠা' অনুভব নিয়েই তিনি বিদায় নিচ্ছেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয় বন্দেমাতরম সঙ্গীতের মাধ্যমে। স্বাগত ভাষণ রাখেন রাজ্যপালের প্রেস অ্যাডভাইসর মানব মুখার্জী।

জল সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষা

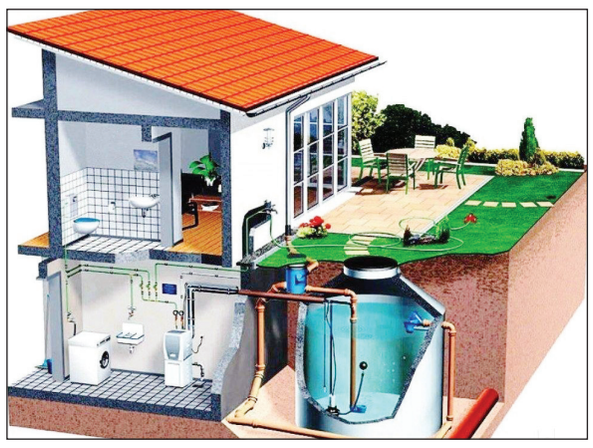

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী দিনে কলকাতা মহানগরীতে গড়ে ওঠা নতুন বহুতল বৃহদায়তন আবাসনগুলিতে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে রাখার ব্যবস্থাপনা এবং গাড়ি রাখার জায়গায় 'ইলেকট্রনিক ভেহিক্যাল চার্জিং স্টেশন' রাখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। তবেই বহুতল নির্মাণের অনুমোদন পাবে। এমনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কলকাতা পুর প্রশাসন। গত ২২ জুলাই কেন্দ্রীয় পুর ভবনে পুর বিল্ডিং দফতর ও সিইএসটি–র আধিকারিক সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। মূল বিষয় হল, কলকাতার বিষাক্ত পরিবেশ বৃদ্ধির প্রবণতা রোধ করা। কলকাতা পুর নিগম আইন–১৯৮০–র বিল্ডিং আইনে (চ্যাপ্টার–টুয়েনটি টু) এই দু'টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। এদিন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, বহুতল বড়ো আবাসন গুলিতে পার্কিং প্লেসের পাশাপাশি 'ইলেকট্রিক্যাল চার্জিং স্টেশন' থাকলে এই মহানগরের বাসিন্দাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারের আগ্রহ বাড়বে। তাই পুর ব্লিডিং আইনে এই বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কলকাতা মহানগরের তিনটি স্থানে কলকাতা পুরসংস্থা ও সিইএসসি–র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'ইলেকট্রিক্যাল চার্জিং স্টেশন' গড়া নিয়ে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এদিনের ওই বৈঠকে বহুতল আবাসনের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়। মহানাগরিক জানান, আবাসনে যে পার্কিং স্টেশন থাকবে, তার ১০ শতাংশ জায়গায় 'চার্জিং স্টেশন' গড়তে বলা হয়েছে। আর বৃষ্টির জল ধরা 'রি–ইউস রেইন–ওয়াটার হারভেস্টি'–এর সাহায্যে সেই জল দিয়ে গাড়ি ধোয়া, ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গাছে জল দেওয়া, রাস্তা দালান পরিষ্কার করার কাজে সেই জল ব্যবহৃত হবে। তাহলে বহুমূল্য পরিস্রুত পানীয় জল বাঁচবে। প্রসঙ্গত, এক একটি গাড়ি ধুতে প্রায় ৩০–৪০ লিটার জল লাগে। সেটা বেঁচে যাবে।

ডেঙ্গুতে শহরে বিশেষজ্ঞ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর কলকাতাস্থিত দীর্ঘদিন সাফাই না হওয়া পরিত্যক্ত জমি, পুকুর বা ব্যক্তিগত বাড়ির জঞ্জাল যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে তা সাফাই করবে। গত ১৯ জুলাই কেন্দ্রীয় পুরভবনে ডেঙ্গু–সহ পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ করা নিয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের পৌরোহিত্যে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর উপ–মহানাগরিক তথা পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, প্রয়োজনে বেসরকারি কোনও সংস্থাকেও এ কাজে নিয়োগ করা হবে। এর পাশাপাশি সাধারণ পুরবাসীকে আরও সচেতন করতে সকল পুরো প্রতিনিধিদের আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুর স্বাস্থ্য দফতর কলকাতা মহানগরের কয়েকটা হাসপাতালকে চিহ্নিত করে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য সজ্জা সংরক্ষিত করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ('হু') নির্দেশিকা অনুযায়ী শহরে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা হচ্ছে কী না তা খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য দফতর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে দশটি দলও তৈরি করেছে। কলকাতা মহানগরীতে চলতি বছর এ পর্যন্ত ১৩২ জন ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। যা গত বছরের তুলনায় অনেকটাই কম বলে অতীন ঘোষ উল্লেখ করেছেন।

জাতীয় স্বীকৃতি'কে কটাক্ষ নেত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্বাচন কমিশন তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআই(এম) ও জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি এন সি পি–কে জাতীয় দলের 'স্বীকৃতি' দানের বিষয়ে 'শোকজ নোটিশ' পাঠিয়েছে। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে খারাপ ফলের পরেও কেনও ওই রাজনৈতিক দলগুলিকে জাতীয় দলের মর্যাদা দেওয়া হবে? নির্বাচন কমিশন তাদের কাছে স্পষ্টভাবে তা জানতে চেয়েছে। ৫ আগস্টের মধ্যে ওই নোটিশের জবাবদিহি করতে হবে। উল্লেখ্য নির্বাচন কমিশনের আইনানুযায়ী কোনও দলের প্রার্থী লোকসভা নির্বাচনে চারটি অথবা তার বেশি রাজ্যে কমপক্ষে ছ'শতাংশ ভোট পেলে তবেই সেই দলকে জাতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে। একই সঙ্গে লোকসভায় সেই দলের অন্তত চারজন সদস্যও থাকতে হবে। এদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে জোর গলায় কটাক্ষ করেছেন। তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য, সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, ১০ বছর অন্তর অন্তর কোনও রাজনৈতিক দলের 'স্টেটাস' দেখা হবে। এখন আবার বলছে, জাতীয় দলের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হবে। তিনি মন্তব্য করেন, তৃণমূল কংগ্রেস আঞ্চলিক রাজনীতি করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। সেজন্যই 'জাতীয় স্বীকৃতি' নিয়ে আমাদের কোনও মাথা ব্যথা নেই।

পুর প্রশাসনিক সভা

আলিপুর ভবানীভবনের অনতিদূরস্থিত ১১, বেলভেরিয়ার রোডে, বরো–৯–এর কার্যালয়ে গত ২০ জুলাই 'পুর প্রশাসনিক সভা'য় বসলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এই বরোতে মোট ওয়ার্ড আছে ১০টি (ওয়ার্ড নম্বর ৭১, ৭৩–৮০ ও ৮২) বরো অধ্যক্ষ ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি রতন মালাকার। এই বরোতে ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের বামপুরপ্রতিনিধি বিলকিস বেগম বাদে বাকি ন'জনই তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুরপ্রতিনিধি।

ইতিহাস উদ্ধারে মুদ্রা কর্মশালা

উজ্জ্বল সরদার: গত ১৭ থেকে ২৩ শে জুলাই থেকে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির ব্যাবস্থাপনায় ও কলিকাতা মুদ্রা পরিষদ এর প্রচেষ্টায় সাত দিনের এক অভিনব মুদ্রা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। মুদ্রার মাধ্যমে দেশের অতীত ইতিহাস যে স্পষ্ট ভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সমৃদ্ধ করতেই এমন বিশেষ উদ্যোগ। ভারতে অতীত সময় হতে ব্যবহৃত বিভিন্ন মুদ্রার লিপি, ভাষা, প্রস্তুত পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় এই অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিন নাসিকের ইন্ডিয়ান ন্যুমিসমেটিক, হিস্টোরিক্যাল অ্যাণ্ড কালচারাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন এর মহানির্দেশক অমিতেশ্বর ঝা এটি উদ্বোধন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর সুস্মিতা বসু মজুমদার মহাজনপদের মুদ্রা' ও সুচন্দ্রা ঘোষ কুষান মুদ্রা' নিয়ে আলোচনা করেন। কলকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংগ্রহশালার কিউরেটর মহেশ কালরা গুপ্ত মুদ্রা' নিয়ে; কলকাতার ভারতীয় মিন্টের কিউরেটর রেহান আহমেদ স্থানীয় মুদ্রা' নিয়ে; বিশিষ্ট মুদ্রা বিশারদ শঙ্কর কুমার বোস ইসলামী শাসন পূর্ববর্তী মধ্যযুগীও মুদ্রা ও উত্তর পূর্ব ভারতীয় স্থানীয় রাজাদের মুদ্রা' নিয়ে এবং বিখ্যাত মুদ্রা সংগ্রাহক সমীরণ কুমার দাস সুলতানি ও মুঘল দের ব্যবহৃত মুদ্রা' নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন।

কলকাতা মুদ্রা পরিষদের সম্পাদক রবিশঙ্কর শর্মা হাতে কলমে দেখান কিভাবে প্রাচীন সময়ে ছাপ যুক্ত মুদ্রা (পাঞ্চমার্ক কয়েন), কপার কাস্ট কয়েন প্রভৃতি প্রস্তুত হত। অনুষ্ঠানের শেষ দিন বিশেষ ব্যক্তব্য রাখেন কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের ডিরেক্টর রাজেশ পুরোহিত। এধরণের অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা ও উপকারিতা সকলের সামনে তুলে ধরেন। এখানে ৭ দিন ধরে যে মুদ্রা প্রদর্শনী চলেছে তা দেখেতে ছাত্র ছাত্রী দের মধ্যে উন্মাদনা ছিল নজরকারা। ষষ্ঠ বি সি তে বিভিন্ন মহাজনপদের মুদ্রা, ইন্দো গ্রীক স্কাইথিয়ান দের মুদ্রা, কুশান মুদ্রা, গুপ্ত মুদ্রা, সুলতানি মুদ্রা, মুঘল মুদ্রা ও স্থানীয় রাজাদের ব্যাবহৃত মুদ্রা ছিল প্রদর্শনী তে দেখার মতো। উল্লেখ্য কলিকাতা মুদ্রা পরিষদ মুদ্রা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চর্চার মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে যে যে উদ্যোগ পালন করছে তা সত্যই শিক্ষণীয়।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া

নবনীতা সেন : চক্ষুরুন্মিলিতং যেদ তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ। আবহমানকাল ধরে গুরুবন্দনা এই মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে করা হয়েছে। 'গু' অর্থ অন্ধকার, 'রুহু' ধাতুপদের অর্থ আরোহন করানো। যিনি শিষ্যকে অন্ধকারের পরপারে উত্তরণ করেন তিনিই গুরু। বেদব্যসের জন্মদিন ব্যসপূর্ণিমাতে ধর্মকর্মজ্ঞান জ্ঞানের বিদ্যার সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠজনকে গুরু রূপে পূজন করা হয়। বৃত্ত কে যে রেখা ভাগ করতে পারে সেটা ব্যস। পরাশর পুত্র আদিতম গ্রন্থ বেদকে চারভাগে ভাগ করেছিলেন। শ্রীগাত তার এক অংশ।

নবম শিখগুরু গুরুগোবিন্দ সিং ভারতধর্মকে এক অনন্য পুরুর্ষভ দ্যুতি দিয়েছিলেন। কেশ–কংঘা–কৃপাণ। পঞ্চনদীর তীরে প্রতি হিন্দু পরিবারের প্রথম সন্তান শিখ, এমন কি মেয়েদের নামেও ব্যবহারে বীরত্বের প্রকাশ দেখা যায়। তারপর শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহেব দশম এবং চিরায়ত গুরু। ব্যক্তি নয় ব্যক্তিত্ব। গুরু রামদাস সর্মথ রাজা শিবাজীকে আদেশ করেছিলেন : বৎস, তবে এই লহো/মোর আর্শীবাদ সহ/আমার গেরুয়া গাত্র বাস//বৈরাগীর উত্তরীয়/পতাকা করিয়া নেয়ো/কহিলেন গুরু রামদাস।। ১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিন জন্ম লগ্ন থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ভাগোয়া ধ্বজকে শ্রীগুরু ভজনে পূজন করেন। স্বয়ং সেবকরা এই দিন দক্ষিণা সমর্পণও করেন। দেশে ৬০ হাজার শাখা এবং অসংখ্য মিলন কেন্দ্র তনসে মনসে জীবনসে এই সমর্পণ উৎসব পালন করেন। অনেকে বছরে এগারো মাসের উপার্জনে সংসার প্রতিপালন করেন এক মাসের উপার্জন দক্ষিণা দান করেন। সংঘ এই একমাসের দান সম্বল করে বারোমাস সেবাকার্য চালান। কোনও সরকারি অনুদান এমনকি কোনও আইনের সুযোগও দেওয়া হয় না। হিসেব নিকেশ দুরস্ত রাখা হয়। বিদেশের হিন্দু স্বয়ং সেবক সংঘ আছে। আরএসএস আজ বিশ্বের বৃহত্তম সেলফ ফীন্ডেড বছর বলে প্রশংসিত।

শ্রীগীতায় আঠারোটি অধ্যায় জুড়ে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি সূত্র আকারে বলা আছে। ভারতবর্ষের গুরু পরম্পরা সাধারণ মানুষের মঙ্গলকামনায় সেই সকল সূত্রের সহজসরল ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধ ও মহাবীর বলেছেন : অহিংসা পরমো ধর্মঃ। গুরু নানক পরম্পরার সংযোজন : ধর্ম হিংসা তথৈবচঃ। বৈষ্ণব ধারার ভক্তি স্রোতে চৈতন্যদেব যোগ করলেন– প্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব এর নতুন মন্ত্র : সেবা। স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন : দরিদ্র দেবোভব মূর্খ দেবো ভব। কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল– ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শিষ্য ধারার মধ্যে এই মন্ত্রটিই বহমান রাখেন। মন্ত্রদাতা গুরু শিষ্যকে দিক নির্দেশ করেন পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অভিমুখে। দ্বাদশ প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দজী বলতেন ধ্যান করবে তোমার মস্তকের ওপর শ্বেত পদ্মে তোমার মন্ত্রদাতা গুরু বিরাজ করছেন। সহস্রার রক্ত পদ্মে পরমগুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অধিষ্ঠান। কিয়দক্ষণ পরে মন্ত্রদাতা গুরু পরমগুরুর মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন : উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্যবরান নিবোধত। পাল তুলিয়া দাও। আর তাইতে লিখে নাম– শ্রীরামকৃষ্ণ।

আজও শোনা যায় সেই 'গুরু গুরু' রব

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজও তাঁর সিনেমা দেখতে হলের সামনে লাইন পড়ে। ছোট পর্দায় তাঁর সিনেমা হচ্ছে দেখে কেউ রিমোট টিপে অন্যখানে ঘুরিয়ে দেয় না। ৩৯ বছর সশরীরে তিনি নেই কিন্তু বাঙালির মননে চিন্তনে এখনও তিনি আছেন। বয়স্করা এখনও ধুতি পাঞ্জাবী পড়ে বাঙালি বাবু সাজবার সময় আয়নায় নিজেকে দেখে ভাবেন উত্তমকুমারের মতো লাগছে তো? বয়স্কদের কথা তো ছাড়ুন। নতুন প্রজন্ম সেই পরম্পরায় চলেছে। টালিগঞ্জ পাড়ায় যে সব নতুন মুখেরা বিভিন্ন প্রোডাকশন হাউসের সামনে বসে থাকে। তাদের নিজের শিল্পী সত্তাকে দর্শকদের কাছে ফুটিয়ে তোলবার জন্য তাদের জিজ্ঞাসা করলে প্রায় ১০০ ভাগ যুবকরা বলেন উত্তমকুমারই তাদের 'ইন্সপিরেশন'। নতুন প্রজন্ম আজও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতের অঙ্গভঙ্গি বা চোখের চাহনি, হাসি চেষ্টা করে মহানায়ককে আধার করতে।

জুলাই মাস এলেই প্রবীণরা এখনও অপেক্ষা করে থাকেন ২৪ জুলাইয়ের জন্য। নন্দন চত্বরে একটু উঁকিঝুঁকি মারলেই দেখা যায় শিল্পী সংসদের আয়োজনে যে ৭দিন ব্যাপী মহানায়কের সিনেমা প্রদর্শিত হবে তার খোঁজখবর নিতে। এক বিস্ময়কর ব্যাপার এটাই ৩৯ বছর কেটে গেলেও ২৪ জুলাই প্রথম দিন নন্দন–১–এর সামনে চোখে পড়লো লাইনের। এখানে দেখানো হচ্ছে 'নতুন তীর্থ' ছবিটি মানুষ টিকিট কেটে ঢুকছেন সেই ছবি দেখতে। শিল্পী সংসদের এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবাদ প্রতীম অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়, অভিনেত্রী রত্না ঘোষাল , সংসদের সভাপতি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অভিনেতা শংকর ঘোষ, পরিচালক গৌতম ঘোষ, রেশমী মিত্র, সংসদের সাধারণ সম্পাদক সাধন বাগচী সহ আরও দিকপালেরা। উত্তমকুমারের স্মৃতি তর্পণ করলেন সকলেই। মাধবী মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমরা নেতা বলতে মনে করি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে আর নায়ক উত্তমকুমার। তিনি যে শুধু সিনেমার পর্দাতেই নায়ক তা নয়, মনের দিক থেকেও তিনি নায়ক। কারণ দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে এই শিল্পী সংসদ গঠন করার মূল কাণ্ডারীই তিনি। বিভিন্ন জায়গায় শো করে যে টাকা উপার্জন হতো তা সবই শিল্পীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হতো বা এখনও হচ্ছে।' নতুন তীর্থ ছবির অন্যতম খুদে শিল্পী (অবশ্য এখন আর খুদে নেই) শংকর ঘোষ বলেন, 'উত্তমকুমারের সঙ্গে আউডডোরের যে কি সুন্দর অভিজ্ঞতা তার, কোনও দিনও মনে হয়নি যে তিনি উত্তমকুমার। তাঁকে গান শুনিয়েছিলাম এবং প্রশংসা অর্জন করেছিলাম। সেই উপলব্ধি আজও ভুলিনি।' এখনও যে উত্তম আবেগে ভাসে কলকাতা তার প্রমাণ হলো সিনেমা চলাকালীন উত্তমকুমারের প্রথম দৃশ্যতে সেই চিরাচরিত হাততালি। এখনও কোথা থেকে ভেসে এলো উত্তম অনুরাগীদের গুরু গুরু করে সেই চিৎকার।

শিল্পী সংসদের অনুষ্ঠানে শিল্পীরা

উত্তম মঞ্চে উত্তম স্মরণ

২৪ জুলাই উত্তমকুমারের ছেড়ে যাওয়া দিনটি যে মানুষ এখনও মনে রেখেছে তার প্রমাণ হলো বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় তাঁকে নিয়ে অনুষ্ঠান। সকালে টালিগঞ্জে মূর্তিতে মাল্যদান দিয়ে শুরু হয় এই দিনটি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা এবং টলি পাড়ার শিল্পীরা। রবীন্দ্রসদনে বিভিন্ন শিল্পীদের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমেও স্মরণ করা হয় মহানায়ককে। যার ব্যবস্থাপনায় ছিল বাংলা চলচ্চিত্র প্রচার ও প্রসার সমিতি। উত্তমকলা রত্ন পুরস্কার পেলেন মৌবনি সরকার তার 'সাইলেন্ট সিগনেচার' সিনেমার জন্য। পুরসভার পক্ষ থেকে উত্তমমঞ্চেও স্মরণ করা হলো তাঁকে। উপস্থিত ছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহক নিমাই ঘোষ, পণ্ডিত মল্লার ঘোষ সহ আরও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ। সেই পুরনো দিনের গানের নস্টালজিক হয়ে পড়েছিল সন্ধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজনেও নজরুল মঞ্চে উত্তমকুমার স্মরণ অনুষ্ঠানে এক ঝাঁক শিল্পী সহ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী সাংসদ ও পুর প্রতিনিধিরা। উত্তমকুমার পুরস্কার প্রদান করা হয় বেশ কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীদের এবং রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচি, জোজো সহ আরও বহু শিল্পীদের কণ্ঠে কালজয়ী গানগুলি ভাসিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল সেই সাদা কালোর রোম্যান্টিক মুহূর্তে।

তবে বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এই উত্তমকুমার স্মরণ অনুষ্ঠানে কিছু দুঃস্থ শিল্পী সহ ক্যামেরার পিছনে কাজ করা টেকনিশিয়ান বা মেকআপ ম্যানেদেরও আর একটু সম্মান দেয় কারণ ফ্লোর, লাইট মেকআপ ছাড়া কোনও সিনেমাই হবে না। একটু তাদেরকে যদি মনে রাখে তবে হয়তো উত্তমকুমার যেখানেই থাকুন না কেন আর একটু বেশি আনন্দিত হতেন। কারণ তিনি চিরকালই ভেবেছেন এইসব দুঃস্থ শিল্পী এবং টেকনিশিয়ানদের কথা। আশা করা যায় সরকার অবশ্যই এ বিষয়ে ভাববেন। তবে সরকারি অনুষ্ঠানে আর একটা জিনিষও চোখে পড়েছে কিছু অরাজকতা ঠিক অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী বেড়িয়ে যাওয়ার পর প্রবীণ শিল্পীদের উপর তাদের ভক্তরা যেভাবে আশীর্বাদ গ্রহণ করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছিল তাতে কোন না কোনও অঘটন ঘটতেই পারতো। সেই সময় দেখা যায়নি কোন স্বেচ্ছাসেবক বা প্রশাসনের কাউকে। যারা কিছুটা সাহায্য করতে পারে। আশা করা যায় আগামী বছর থেকে এ দৃশ্য দেখা যাবে না।

অর্থাৎ বলাই যায় তিনি আজও চির নবীন, আজও নায়ক, আজও স্বপ্নের রাজপুত্র। হয়তো যত দিন সিনেমা থাকবে তিনি এভাবেই এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতোই ঠোঁটের কোণায় সেই পরিচিত হাসি হেসে যাবেন। রাজকীয় ভাবে বিরাজ করবেন সকলের মনে কারণ তিনিই তো মহানায়ক।

মাঙ্গলিকী

অজানার সন্ধানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাত্র ৫৮ কিলোমিটার দূরে কলকাতা, এখনও দেখা হয়ে ওঠেনি। তাই আদিবাসী পাড়ার যে সমস্ত পিছিয়ে পড়া পরিবারের বাচ্চাদের নিয়ে নাট্যচর্চা করে থাকে গোবরডাঙা চিরন্তন, এরকমই বড় ছোট মিলিয়ে ১৫ জনের একটা দল নিয়ে সম্প্রতি প্রথমে নেহেরু চিল্ড্রেন মিউজিয়াম দেখানো হয়। তারপরে শিশিরমঞ্চ, নন্দন, রবীন্দ্র সদন, অ্যাকাডেমি প্রভৃতি দেখানোর পর পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি'র তৃপ্তি মিত্র সভাগৃহে ধূমকেতুর আয়োজনে দিলীপ মন্ডলের পরিচালনায় পাপেট ওয়ার্কশপ অংশ নিয়ে ছেলেমেয়েরা খুবই আনন্দ পেয়েছে। চিরন্তনের কর্ণধার অজয় দাসকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, পরবর্তীতে চিড়িয়াখানা জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে দেখানোর ইচ্ছে আছে।

সাহিত্য আকাদেমির গল্প ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান 'অস্মিতা'

পিআইপি: সাহিত্য আকাদেমির কলকাতার আঞ্চলিক দপ্তর আয়োজিত 'অস্মিতা' অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার পাঁচজন মহিলা সাহিত্যিক তাঁদের গল্প ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। 'অস্মিতা' অনুষ্ঠানের সূচনায় আকাদেমির আঞ্চলিক সচিব ডঃ দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ আমন্ত্রিত অতিথি ও দর্শকদের উপস্থিত কবি–সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কবি মিতুল দত্ত 'জাতিঘর', 'উইক এন্ড', 'স্নানযাত্রা' ও 'ডিএনএ'– সহ বেশ কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। ডিজিটাল মিডিয়া মানুষের জীবনে কি ধরনের কুপ্রভাব বিস্তার করছে, তৃষ্ণা বসাক তাঁর ছোট গল্প 'টকিং মালতি'তে সেটি তুলে ধরেন। দীপন্বিতা সরকার 'ভাষা', 'নিরপেক্ষ', 'তুমি যাচ্ছ' এবং স্রোতস্বিনী চট্টোপাধ্যায়ের 'গোধুলি কুহক', 'ফাঁদ' সহ বেশ কয়েকটি কবিতা শ্রোতা–দর্শকদের শোনান। বয়স্কদের প্রতি সন্তান–সন্ততির মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বিনতা রায়চৌধুরী তার চেনা ছবির 'ভেতরে' গল্পে। ডঃ দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদসূচক ভাষণ দেন।

মঁমার্ত–র চিত্রকলা প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার 'মঁমার্ত আর্টে'র উদ্যোগে সম্প্রতি সাতদিনব্যাপী পেন্টিং, ভাস্কর্য ও স্টিল ফোটোগ্রাফি'র এক বর্ণময় প্রদর্শনী হয়ে গেল কলকাতার আকাদেমি অব ফাইন আর্টসের নিউ সাউথ এওবি গ্যালারিতে 'সুনীল ১০০' নামাঙ্কিত শিরোনামে। বিশ্ববন্দিত ভাস্কর স্বর্গীয় সুনীল পালের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এই চিত্রকলা প্রদর্শনী এক বর্ণময় শ্রদ্ধাঞ্জলী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী ওয়াসিম কাপুর, সনাতন দিন্দা, দেবব্রত চক্রবর্তী, জামাল হোসেন, মানবেন্দ্র সরকার প্রমুখ। মঁমার্তে'র কর্ণধার ভাস্কর দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের শিল্পী এবং তাদের শিল্পসৃষ্টিকে একত্রে পরিবেশনের মাধ্যমে এক অনন্য নজির গড়ে তোলেন। প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের সামগ্রিক প্রদর্শনী চিত্তাকর্ষক ও বর্ণময়।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষে বর্তমান কালের প্রখ্যাত চার ভাস্কর তারক গড়াই, নিরঞ্জন প্রধান, শঙ্কর ঘোষ ও মানিক তালুকদারকে শিল্পস্মারক প্রদান করেন প্রখ্যাত চিত্রকর রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদর্শনীতে আটজন অতিথি শিল্পীসহ মোট ৬৩ জন শিল্পীর ১১০টি চিত্র ও ১৮টি ভাস্কর স্থান পায় প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন গৌতম দাস, বিশ্বজিৎ পাল, অনুপ পাল, অরূপ রতন চট্টোপাধ্যায়, নবনীতা নাথ, বুদ্ধদেব কর্মকার, ইন্দু মিশ্র, নিলয়কান্তি বিশ্বাস, স্বপন সরকার, সেরিং গোপাল, অয় চক্রবর্তী, মিস্টার পল, দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী প্রমুখ।

'কড়া খবরে'র পক্ষ থেকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে গাছ লাগিয়ে পালন করা হল অরণ্য সপ্তাহ।

ছুটছে নাট্য সৃজনীর অশ্বমেধ ঘোড়া

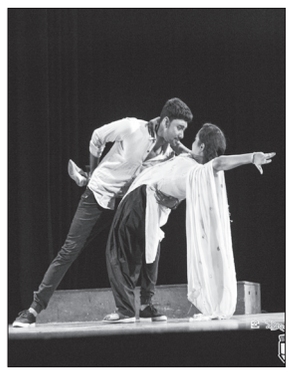

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'তিন মূর্তির' অনবদ্য স্রষ্টা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাহিনী অনসৃত নাটক নাট্যসৃজনীর পঞ্চম প্রযোজনা 'ছয় মূর্তি'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনীকে একটু সামান্য অদল বদল ঘটিয়ে নির্দেশক ইন্দ্রজিৎ পাল একটু ভিন্ন আঙ্গিকে নাটকটি উপস্থাপনা করলেন। ব্যকরণগত দিক থেকে একটা কমেডি ক্রাইম–থিলার পর্যায়ভুক্ত। নাটকের মূল সুর কিন্তু কোথায়ও বিশেষ নড়চড় হয়নি। এর অনেক আগে এই কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। তিন মূর্তির জায়গায় আরও মূলত তিনটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে নাটকের প্রয়োজনে। তাই নামকরণ হল ছয়মূর্তি। তবে চারটি মূল চরিত্র যথা টেনি, হাবুল, ক্যাবলা, প্যালা একই থেকেছে। নাটকের শুরুতেই একটা পারিবারিক ড্রামা আবহের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সংলাপের প্রারম্ভিক প্রস্তাবনায়। নাটকের মুখ্য চরিত্র টেনির আজগুবি গুল বাগিচার বসরাই গোলাপ, তথা মিথ্যা ঘটনার গল্প বানানোর অভ্যাস এবং তাই নিয়ে হাসি, মস্করা, ঠাট্টা, তামাশা এবং নাচে গানে মজাদার মশলা নাটক। সব কিছুই হয়ত যুক্তি বুদ্ধির ধার ধারেনি, তথাপি নাটকটি দেখতে বেশ ভালই লাগলো।

ছয়মূর্তির হিরো টেনি ওদের সকলের চেয়ে বয়সে বড় হওয়ায় সব সব সময় একটা দাদাগিরি চাল ওর কথা বার্তায় প্রকাশ পায়। গল্প আড্ডায় বেশ খুশিতে দিন কেটে যাচ্ছিল ওদের, তাল কাটলো। কিংবা গল্পের মোড় ঘুরে গেল টেনির দোসর প্যালার অপহরণে। প্যালার ফোনটা থাকতো টেনির কাছে। ওই ফোনে এটা ভুল কল আসে। অপরাধ জগতের পান্ডারা প্যালাকে টেনি ভেবে জানতে চায় ওই ছায়ামূর্তির কোনও সন্ধান তার জানা আছে কিনা? টেনি দলপতির ভূমিকায় গর্বের সাথে জানায় ছয়মূর্তির কথা। অপরাধ জগতের পাণ্ডারা টেনিকে পুলিশের টিকটিকি বলে সন্দেহ করে এবং টেনিকে অপহরণ করার ছক কষে। এদিকে টেনি তার দলবল নিয়ে ময়নাগুড়ি বেড়াতে যায়। খবর পৌঁছে যায় অন্ধকার জগতের লোকেদের কাছে। প্যালার ফোনে যেহেতু টেনি কথা বলতো ওরা ভুল করে টেনির বদলে প্যালাকেই কিডন্যাপ করে নাটক তখন ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায়। এরপর বহু টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে প্যালার উদ্ধারপর্ব শেষ হয়, এবং পাণ্ডারা পুলিশের জালে ধরা পড়ে। মিউজিয়াম থেকে চুরি যাওয়া মূর্তিগুলি উদ্ধার হয়। পুরস্কার স্বরূপ টেনির পুলিশে চাকরি হয়। অর্থাৎ মধুরেণ সমাপয়েৎ।

এক ঝাঁক নতুন ছেলে মেয়েদের নিয়ে ইন্দ্রজিতের এই প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য। পুরনো শিল্পী মাত্র দুইজন। প্রথমত টেনির ভূমিকায় অপূর্ব সাহা এবং পুলিশের ভূমিকায় অন্তিকা চ্যাটার্জী। অপূর্ব সাহাকে মানিয়েছে বেশ। ওর চেহারা অবয়ব চরিত্রের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়েছে গিয়েছে। এধরনের চরিত্রে ও আলাদা একটা দক্ষতা আছে। পুলিশ অফিসার অপরাজিতা সান্যালের ভূমিকায় অন্তিকা প্রমাণ করলো পুরনো চাল ভাতে অবশ্যই বাড়ে।

হাবুল, ক্যাবলা, প্যালা, রিমঝিম এবং ঝিলিকের ভূমিকায় কুশীলবেরা সকলেই নবাগত শিল্পী। ওরা সকলে চেষ্টা করেছে চরিত্রগুলি ধরতে। কিন্তু মাঝে মাঝে অনভিজ্ঞতা বাঁধ সেধেছে। টেনির বাবার ভূমিকায় সুখেন্দু চক্রবর্তী এবং ঝিলিকের বাবার ভূমিকায় সমীর চন্দ ভাল কাজের নমুনা রাখলেন। টেনির মায়ের চরিত্রে রুচিরা দেবীকে একটু আড়ষ্ট লাগল।

নীল কৌশিকের আড়ম্বরহীন মঞ্চ মানিয়ে গিয়েছে। আলো নিয়ে আরও একটু চিন্তা ভাবনার দরকার আছে। সুমনের মিউজিক সেন্স আছে।

উপসংহারে একটা কথা বলতে চাই এ ধরনের নাটকে চর্চা বা তালিম আলগা করলে চলবে না। বর্তমান সময়ে সামাজিক অবক্ষয় ও অসহিষ্ণুতার বাতাবরণে মানুষকে হাসানো খুব দুরূহ ব্যাপার।

নাটকে আর আগে মত দর্শক হয়ত হয় না, নাট্যদলের প্রযোজনার খরচও হয়ত সব সময় ওঠে না, কিন্তু এধরনের নাটক যত পরিবেশিত হবে। মানুষের পক্ষে নানাবিধ সমস্যা থেকে কিছুটা ভুলে থাকা সম্ভব হবে। ধীরে ধীরে ইন্দ্রজিতের উত্তরণ ঘটছে দেখে আমি আশাবাদী। নাট্য সৃজনী ওকে বারবার সুযোগ দিচ্ছে এটা আশার তাই শেষ অভিনন্দন অন্তিকার প্রাপ্য।

প্রযোজনা : নাট্যসৃজনী
নির্দেশনা : ইন্দ্রজিৎ পাল
কাহিনী : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
আলোচক : বাবুল কৃষ্ণ দে

চারণের গানের আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধু ভাষায় নয়, অনুভূতির সহজ সরল অভিব্যক্তি তার গীতি–কবিতাকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। নিত্য আশাবাদী, মানবতাবাদী গীতিকারের বিশ্বভাবনা সর্বজনবিদিত। বিশ্বসাথে যোগে বিহার করেন বলেই তিনি নিজেকে বিশ্বনাগরিক বলে তৃপ্ত হন। তার বাউল মনের বিশ্বদর্শনের আকুতি এখন পর্যন্ত ১৩৬টি দেশ ভ্রমণ করে সার্থক ভাবেই মিটিয়েছেন তাঁর অনন্ত কৃপার স্পর্শে। মানব ঐক্যের শিকড় সন্ধানে তার বিশ্বতীর্থ পরিক্রমা তার গীতিকবিতায় বিশ্বচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। উচ্চ পদে কর্মরত থেকেও এবং আইনের কৃতী ছাত্র ও সর্বোচ্চ আদালতে সফল অধিবক্তা হয়েও তার দেশভাবনা সর্বদাই তাকে সাধারণের অতি কাছের জন করে তুলেছে। ছাত্রজীবনেই তার এই গীতিকবিতা বা লিরিক রচনার হাতেখড়ি। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সহজিয়া প্রকাশ করার আস্পৃহা তার কবিতাকে গভীর করেছে। তিনি হলেন গীতিকার ড. প্রবীর কুমার রায়।

আশির দশকে এই চারণের গান শুনে বরেণ্য সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। আকাশবাণীর গীতিকার ড. রায়ের রচনায় সুরোরোপিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত 'সঞ্জীবনী মন্ত্র মোদের, বন্দেমাতরম মন্ত্র মোদের দূরদর্শনে প্রচারের পরে দেশগান হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়াও সুরাবিভূতি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের কণ্ঠে আলপনা সেনগুপ্তের সুরে চারণের গান বহুল প্রচারিত।

চারণের গানের সারা বাংলা সঙ্গীত প্রতিযোগিতাও বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। সম্প্রতি প্রবীর বাবুর এক সি ডি সংকলনে কল্যাণ সেন বরাটের সুরে 'আমার হৃদয়ে স্বদেশ প্রকৃতি রূপে বন্দিত' শ্রীকান্ত আচার্য'র কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। 'গ্রামে যাই চলো জীবনেরে খুঁজে নিতে' লোকগানটি গেয়েছেন স্বাগত দে এবং সুরকার ও শিল্পী কল্যাণ সেন বরাট 'আমার আঁখিতে আমি হেরি ক্ষুধাতুর বিশ্ব' গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। এছাড়াও আলপনা সেনগুপ্ত'র সুরে ক্যালকাটা কয়ার–এর শিল্পীবৃন্দ পাঁচটি গান পরিবেশন করেছেন।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

সমর্পিতা

(কাকলি চৌধুরীর প্রথম কাব্য গ্রন্থ / প্রকাশক – শুভ্র চৌধুরী, লোক টাউন, কলকাতা / দাম ২০০ টাকা) কবির প্রথম কাব্য গ্রন্থ। প্রথম প্রয়াসেই প্রায় ছক্কা। সাধারণত কবিতার বই–এর আয়তন যেমনটা দেখি এটি তার চেয়ে ঢের স্ফীত। ২৭১ পাতার এই পেপার ব্যাক সংস্করণে প্রায় ২৬০ টি ছোট বড় নানা বিষয়ের কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রকৃতি, প্রার্থনা, মাতৃসুধা, কৃষ্ণপ্রেম, বোধোদয় ও বিবিধ – এই ছটি বিষয়ে ভাগ করে কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে, সাধু প্রয়াস। খুব স্বাভাবিক নিয়মেই বোধোদয় পর্বে সর্বাধিক কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। ঈশ্বর–চেতনার উচ্চতর স্তরে মানুষের বোধোদয় ঘটে। লেখিকা ভক্তিমতি, গুরু বন্দনায় নিবেদিতা–প্রাণা। কবিতাগুলি ভক্তিরসসমৃদ্ধ, নিবেদনের আকুতি। গ্রন্থটির নামকরণ সার্থক, কবি প্রকৃতই নিজেকে গুরুপদে সমর্পণ করেছেন। তবে ভক্তি–রসের গ্রন্থে বিবিধ বিষয়ের লেখাগুলি যুক্ত করা কি খুব জরুরী ছিল। লেখিকার কাব্য–ভাষা কিন্তু এখনো গত শতকে রয়ে গিয়েছে – মুগ্ধ নয়নে হেরিছে তাহারে (লেখনী), হলুদ পাখী শুধায় মোরে (স্বপ্ন পাখী), দুজন দুজনে হৃদয়ে জড়ায়ে ধরে (অনুভূতির ভেলা) পুষ্পের ন্যায় চিত্তেরে কর আপন হস্তে শুদ্ধি (মানস পূজা) ইত্যাদি নমুনা অধিকাংশ কবিতায়। কিন্তু কবিতার কিছু নিজস্ব ভাষা ও গঠন পদ্ধতি থাকে, লেখিকা সে সবের তোয়াক্কা করেন নি, নিজের মনের ভক্তির আবেগে আপ্লুত হয়েছেন, ফলে বহু ক্ষেত্রে কবিতা পদ্য' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাপা ও প্রচ্ছদ রুচিপূর্ণ।

আগামী বার্তা

(সম্পাদক তপন রায় চৌধুরী / দশম বর্ষ ১ম সংখ্যা জুন ২০১৯ / দাম ৫০ টাকা) – উদ্ভাস সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। কবিতার সংখ্যাই বেশী। পামেলা সুর, ইলা দাস, স্বরূপ চক্রবর্তী, রাঘবেন্দ্র নাথ দাস, জয় চক্রবর্তী, মদুমিতা ঘোষ, তন্দ্রা ভট্টাচার্য, সুকুমার বিশ্বাস, জ্যোতির্ময় মুখার্জী প্রমুখের কবিতা নিজেদের ঠিকঠাক মেলে ধরতে পেরেছে। অধিকাংশ কবিতা বেজায় দুর্বল।

ভাষার ব্যবহারে পুরোনো পদ্ধতি (গুরু গুরু গর্জ্জনে কাঁপিল ধরা – রমা দত্ত, বসুন্ধরার মাটি না রাখিলে হবে ক্ষতি – সুবল সর্দার), অযথা ইংরাজী শব্দের ব্যবহার (স্বর্ণকমল তপস্বী, পাপিয়া দে, জয়ন্তী আচার্য প্রমুখ) কবিতাগুলিকে বাংলা কবিতা হয়ে উঠতে দেয় নি। বাংলা ভাষার এমন দৈন্য কখনো দেখিনি। সর্বোপরি অগণিত বানান বিভ্রাট পাঠের মজা নষ্ট করে দিয়েছে। র–এর জায়গায় ড়, কিংবা ন–এর জায়গায় ণ তো রয়েছেই, শস্য হয়েছে শষ্য (এ পৃথিবী আমার নয়), দশভূজারূপীনি হয়েছে রুপীনি, ব্যর্থতায় হয়েছে ব্যার্থতায় (মানুষ গড়ার কারখানায়), সম্বল হয়েছে সম্বর (মায়াবী), স্ফটিক হয়েছে স্ফোটিক (অব্যক্ত স্ফেটিক!), স্পর্শের হয়েছে স্পর্শেয় (স্পর্শেয় অপেক্ষায়) এমন অসংখ্য বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রয়েছে সর্বাঙ্গে। গদ্য বিভাগে সুশীল দাস, শংকর ব্রহ্ম, কুন্তলা দে গল্প গুলি রসোত্তীর্ণ। রুমা সিনহার গল্পটিতে মানবিক উত্তরণের প্রয়াস প্রশংসনীয়। শেফালী রায়ের গল্পে মরণাপন্ন দিদি স্বামীর নিন্দা করা থেকে বিরত রয়ে গেল, কিন্তু তাঁর স্বামী নিন্দনীয় কি কাজ করলেন তা তো বোধগম্য হল না। স্ত্রীর মন থেকে অপারেশনের ভীতি কিছুতেই দুর করতে না পারার জন্য স্বামী কে কাঠগড়ায় তুলতে হবে কেন ! তরুণ রায় চৌধুরীর লেখাটি পড়ে আঁতকে উঠতে হয়। ভ্রমণ বিলাসী বাঙালীদের সাবধান করার বদলে, মুখরোচক পথের–খাবারের দিকে ঝাঁকোর প্রশ্রয় দিয়েছেন লেখক। এমন ধরণের লেখার প্রবণতা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক।

ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর (পত্রিকার ঠিকানা – বি–২৮, ব্রহ্মপুর প্লেস, কলকাতা–৭০০ ০৯৬ / 8697629982 / 9874120088)

গ্রামোন্নয়ন কথা

(সম্পাদক – অমৃতলাল পাড়ুই / মার্চ ২০১৯ সংখ্যা / দাম ২৫ টাঃ) – এ সময়ের বাংলার কৃষ্টি, জেলার লোক–সংস্কৃতি ও মনিষীদের উপর লেখার অন্যতম সেরা ঠিকানা এই পত্রিকাটি। বর্তমান সংখ্যাটিতে অলক মণ্ডলের লেখা বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের অজানা অনেক দিক উন্মোচিত হয়েছে। নীতিশ বিশ্বাসের নিবন্ধে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন ও সৃজনের কথা। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর জীবন ও রচনার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে পূর্ণেন্দু ঘোষের কলমে।

এছাড়াও রয়েছেন সঞ্জয় ঘোষ (গাজন–কথা) ও প্রবীণ প্রত্ন–সন্ধানী কৃষ্ণকালী মণ্ডল ও আরও কয়েকজন। রচনাগুলি তথ্যের আকর হিসাবে সমাদৃত হবে। সংগ্রহযোগ্য সংখ্যা। (পত্রিকাটির ঠিকানা, আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ, পোঃ সাধুরহাট, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগণা – ৭৪৩ ৫০৪ / 9732848728 / e_mail : agpamrita@gmail.com)

সিনেমা ঘর

'তোমার ছোঁয়া'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধনী ব্যবসায়ী নারান রায়ের পুত্র ইন্দ্র রায় কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট... একটু প্রতিবাদী ও রাগী গোয়ার টাইপের একদিন হঠাৎ রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে একদল দুষ্কৃতী একটি ছেলেকে খুব মারছে তার নাম শুভজিৎ। ইন্দ্র সেই সব দুষ্কৃতিদের হাতে থেকে বাঁচায় শুভজিৎকে। এই শুভজিৎ তার এই কুলে কেউ নেই মামা মামীর কাছে মানুষ, হঠাৎ একদিন তার মামী তাকে বলে যথেষ্ট উপযুক্ত ও বড়ো হয়েছো এবার নিজের রাস্তা দেখো। তারপর সে বাড়ি ছেড়ে বের হয় একটা ছোট কাজের সন্ধানে। আর ঠিক করে একটা হস্টেল দেখে বিএ ফাইনাল দিয়ে একটা চাকরি জোটাবার। তারপর দেখতে হবে ছবি তোমার ছোঁয়া।

পরিবেশনায় নীলাঞ্জনা ভারতী ফ্লিম, কাহিনী ও চিত্রনাট্য কৃষ্ণেন্দু দেবনাথ, পরিচালক ও প্রযোজক কৃষ্ণেন্দু দেবনাথ, চিত্রগ্রহণ রঞ্জিত মন্ডলের, কোরিওগ্রাফি টি বি ডি রাহুলের এবং অভিনয়ে আছেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অরুণ ব্যানার্জী, সান্ত্বনা বসু, ভোলা তামাং, অভিরাজ, শুভ্ররা, মোনালিসা, সন্দিপ চ্যাটার্জী, প্রদীপ, অঞ্জন পাল, নবমিতা এবং কৃষ্ণেন্দু।

কণ্ঠে আছেন কুমার সানু, নবমিতা দাস, মধুরা, ভিকি এ খান, দুষ্টু (শিপ্রা), কেশব, প্রাঞ্জল।

'চৌরঙ্গী' পত্রিকার চিন্ময় রায় সংখ্যা প্রকাশ

শ্রেয়সী ঘোষ : চৌরঙ্গী পত্রিকা ইতিপূর্বে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, মৃণাল সেন প্রমুখ মানুষদের নিয়ে এক একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এবারের সংখ্যাটি চিন্ময় রায়কে নিয়ে। সেই সংখ্যা প্রকাশের অনুষ্ঠানটি প্রকাশের অনুষ্ঠানটি হয়ে গেল গত ২০ জলাই শনিবার বিকেল ৫টায় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজে। শিল্পীর ছবিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুরু। উদ্বোধন সঙ্গীতে প্রখ্যাত অধ্যাপক ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ চিন্ময় রায়ের লিপে ব্যবহৃত দুটি গান শোনালেন। প্রথমটি 'চারমূর্তি' ছবির 'ভারত আমার ভারতবর্ষ', দ্বিতীয়টি 'হাটে বাজারে' ছবির 'আগে আগে নন্দী চলে'। সম্মানিত অতিথিরা একযোগে পত্রিকাটি প্রকাশ করলেন। একে একে বক্তব্য রাখলেন মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. মন্টুরাম সামন্ত, প্রাক্তন অধ্যক্ষ অশোক চৌধুরী, ড. শঙ্কর ঘোষ, বিমোচন ভট্টাচার্য, দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়ের পুত্র শঙ্খ রায় প্রমুখ জনেরা। গান গাইলেন মালবিকা মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলেছেন দোলন ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন পত্রিকাটির অন্যতম সম্পাদক শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত সংখ্যাটি এক কথায় অপূর্ব। এতে চিন্ময় রায় সম্পর্কে স্মৃতি চারণ করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দু রায়, লিলি চক্রবর্তী, বিভাস চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, আলপনা গোস্বামী, পবিত্র সরকার, পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্যজনেরা। পূর্বে প্রকাশিত সংখ্যাগুলির মত এই সংখ্যাটিও পাঠক মহলে সাড়া ফেলবে বলে আশা করা যায়।

বর্ণ পরিচয়

প্রেক্ষাগৃহে শরু হয়ে গিয়েছে বর্ণের সাথে পরিচয়। এর আগে বিভিন্ন জায়গায় ছবির কলাকুশলীরা ছবির প্রচারে পৌঁছে গিয়েছিল। তেমনই বাজার কলকাতায় ছবির প্রচারে বক্তব্য রাখছেন আবির চ্যাটার্জী। এছাড়াও ছবিতে রয়েছে যীশু সেনগুপ্ত, প্রিয়াঙ্কা সরকার সহ আরও অন্যান্য পরিচিত মুখ। ছবিতে থ্রিল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে ফুটে উঠেছে গল্প। আবির বলেন, এক পুরোপুরি অন্যধরনের চরিত্রে তিনি আত্মপ্রকাশ করছেন। তবে অপেক্ষায় রয়েছেন দর্শকদের মতামতের। **ছবি : উৎপল কুমার রায়**

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

গোড়াতে গলদ থাকলেও ত্রুটি সংশোধন করতে হবে এখনই

অরিঞ্জয় মিত্র

বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দল গঠন নিয়ে আলিপুর বার্তা চাঁচাছোলা ভাষায় তার যেসব বক্তব্য তুলে ধরেছিল তার নির্যাস হল এই দল নিয়ে বিশ্বজয়ী হওয়ার স্বপ্ন সাকার নাও হতে পারে। এর প্রেক্ষিতে যুক্তি সিসেবে যে কারণগুলি তুলে ধরা হয়েছিল বিশ্বকাপ শেষে দেখা যাচ্ছে তাই অকাট্য হয়ে উঠল। ওপেনিং জুটি নিয়ে সন্দিহান ছিল আ:বা:। বিশেষ করে শিখর ধাওয়ান নিয়ে ছিল বিস্তর প্রশ্ন। বাস্তবেও দেখা গেল ধাওয়ান একটি ম্যাচে দুরন্ত সেঞ্চুরি করলেও ফিটনেসের চরমে থাকতে ব্যর্থ হলেন। ফলে ছিটকেও গেলেন টুর্নামেন্ট থেকে। যারা চোট বলে হাহুতাশ করছেন তাদের জ্ঞাতার্থে এটুকুই বলা যায় খেলাধুলার মতো শারীরিক সক্ষমতার বিষয়ে নিজেকে ফিট রাখতে না পারাটা বড় ধরনের ব্যর্থতা। শিখর ধাওয়ান এর আগেও তার আনফিটনেসের বিস্তর পরিচয় দিয়েছেন । এবার তো টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিটকে গেলেন।

দীনেশ কার্তিক নিয়ে যে কথা বলা হয়েছিল, তার জায়গা পাওয়া নিয়ে যেসব প্রশ্নচিহ্ন তোলা হয়েছিল বাস্তবে দেখা গেল দীনেশ তার থেকেও বড় ফেলটুস ছাত্র। তাঁকে বিশ্বকাপে কেন বয়ে নিয়ে যাওয়া হল, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হল তা নিয়ে ঢের সমালোচনা শুরু হয়েছে। কথা হচ্ছে এখন আর বলে কি লাভ? যখন দীনেশ কার্তিককে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তখন কেন নীরব ছিল সবাই। তাহলে কি দীনেশ ছিল বিরাট আর রবি শাস্ত্রীর কোটার প্লেয়ার। ঠিক যেভাবে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের কোলের ছেলে বলা হত ভেঙ্কটপতি রাজু আর আর্শাদ আয়ুবদের ঠিক তেমনই দীনেশ কার্তিককে ঘিরে উঠে আসছে একের পর এক প্রশ্নবান। তার মধ্যে ম্যানেজমেন্টের যুক্ত থাকার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ভাবা যায় বিশ্বকাপের মতো প্ল্যাটফর্মের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিন তিনজন উইকেটকিপার নিয়ে নেমেছে টিম ইন্ডিয়া। যার মধ্যে ধোনি বা ঋষভ পন্থকে মানা গেলেও দীনেশ কার্তিকের জায়গা পাওয়া নিয়ে আগামী বেশ কয়েক বছর গ্লানি ধেয়ে আসবে ভারতের দিকে। ১৯৮৭ সালে টপ ফর্মে থাকা মনিন্দর সিংকে সেমিফাইনাল যুদ্ধে কিভাবে মাইক গ্যাটিং সুইপ মেরে ম্যাচ বের করে নিয়েছিল তা নিয়ে যেমন এখনও প্রশ্ন ওঠে। আজও ১৯৯৬ সালের সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বিনোদ কাম্বলির কুৎসিত আউট হওয়া নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে। তেমনই হয়তো প্রজন্মের পর প্রজন্ম আলোচনা করবে দীনেশ কার্তিককে নিয়ে ভারতীয় ম্যানেজমেন্টের হারাকিরি নিয়ে।

তাছাড়াও অজিঙ্কে রাহানে, মায়াঙ্ক আগরওয়ালদের দেশে ফেলে রেখে কেদার যাদব বা বিজয় শঙ্করদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর বিষয়টাও নিশ্চিতভাবে আঁতসকাঁচে ফেলে দেখা হবে। বস্তুত, এবারের বিশ্বকাপে ভারতীয় মানেজমেন্ট দল গঠনকে মাঝেমধ্যেই যে গিনিপিগের আকার দিয়েছে তাও কোনওভাবে বরদাস্ত করা যায় না । এজন্যই বিরাট কোহলি আর রবি শাস্ত্রীর দিকে একের পর এক সমালোচনার তোপ দাগা শুরু হয়ে গিয়েছে। যার জের আগামী বেশ কিছুদিন অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

বিশ্বকাপের ঠিক আগে আলিপুর বার্তা যে ভাষায় দল গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছিল তা হল নিম্নলিখিত।

তুলনামূলকভাবে ভারতীয় ওপেনিং জুটির অন্যতম সেরা স্তম্ভ শিখর ধাওয়ানকে দুর্বল লেগেছে। এক দুটি ম্যাচে দুরন্ত ব্যাট করা ছাড়া তিনি খুব সাধারণ মানের পারফর্ম করেছেন। তাও ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট ভরসা রেখেছে শিখরের ওপর। এক্ষেত্রে তার অতীত পারফরমেন্স ও দৃঢ় মানসিকতা ব্যাট করেছে ধাওয়ানের হয়ে। তাও অনেক প্রাক্তন তারকা থেকে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ এখনও বলছেন এই ভারতীয় দলে দুর্বল জায়গা দুটির একটি যদি দীনেশ কার্তিক হয়, অপরটি নিঃসন্দেহে শিখর ধাওয়ান। ধাওয়ান ধারাবাহিক নন বলেই বারংবার অভিযোগ উঠছে। তাছাড়া বিদেশের যেসব পিচে দ্রুত গতিতে বল ছুটে আসে আর সমানে সুইং করে সেখানে ধাওয়ান কতটা সফল হবেন তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

তাছাড়া বিশ্বকাপের আগে আত্মবিশ্বাসের পারদ বেশ কিছুটা হলেও নিচে নেমেছে ভারতের। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরাদের এভাবে পিছিয়ে থাকা কিন্তু মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ঘরের মাটিতে টি-২০ ও ৫০ ওভারের সিরিজে উপর্যুপরি হার নিশ্চিতভাবে ধাক্কা দিয়েছে বিরাট বাহিনীকে। আর মাত্র কদিন পরেই বিশ্বকাপ। তার আগে এই হার কিছুতেই মানতে পারছেন না ভারতবাসী। এর জন্য তারা দুষছেন দলের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকে। এটা খুবই সত্যি কথা যে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে তাদের নিজেদের মাটিতে গো-হারান হারিয়ে এল তারাই কেমন গুটিয়ে গেল নিজের দেশের মাটিতে। এই ক্ষেত্রে তুমুল আত্মবিশ্বাস একটা বড় কারণ তো বটেই। তবে তার বাইরেও বেশ কিছু ফাঁকফোকর রয়েছে যা মেরামত করা বিশেষ প্রয়োজন। এদিক থেকে এই মুহূর্তের দরকার চরম সতর্কতার। নইলে ৮ বছর পর বিশ্বকাপ ঘরে তোলার স্বপ্ন লাটে উঠতে পারে।

তার ওপর এই ভারতীয় দল গঠন নিয়েও বেজায় আপত্তি রয়েছে সবদিকে। বিশেষ করে উইকেটকিপার ঋষভ পন্থের জায়গায় দীনেশ কার্তিকের দলে আসা মানতে পারছেন না অনেকেই। এই তালিকায় সানি গাভাসকার থেকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অনেকেই রয়েছেন।

বিরাট কোহলির অধিনায়কত্বের অতি উগ্র দিকটাও আতসকাঁচের নিচে চলে এসেছে। এটা পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে কোহলির এই অতিরিক্ত অ্যাডামেন্ট হয়ে ওঠা দলের ক্ষেত্রে অনেকসময়ই প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ভারত ২৮ বছর বিশ্বকাপ জেতে ২০১১ সালে। সেই ধোনির অত্যন্ত শীতল মনোভাব কিন্তু যে কোনও অধিনায়কের তুরূপের তাস। রোহিত শর্মার মধ্যে এই গুণটাই যেন প্রবলভাবে ধরা পড়ছে। সেজন্যই ধোনি-রোহিত-বিরাট ত্রয়ীর যোগসাজশের ওপর জোর দিচ্ছেন সবাই। পক্ষান্তরে এদের ৩ জনের মধ্যে ইগো ক্ল্যাশ হলে ক্ষতি টিম ইন্ডিয়ারই। সেজন্যই ইন্ডিয়ান গব্বর শিখর ধাওয়ানের শুরুয়াতে একটা তেজি মনোভাব চাইছেন সকলেই। একটাই জিনিস শিখরের পক্ষে যেতে পারে। তা হল ইংল্যান্ডের এবারের পিচ নাকি পুরোপুরি খটখটে ব্যাটিং সহায়ক হতে চলেছে। সেভাবে সুইংও থাকবে না। যা মূলত ইংল্যান্ডে পরের দিকে পাওয়া যায়। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের পিচে ঢাউস ঢাউস রান করে যারা অভ্যস্ত তাদের পোয়াবারো হতে পারে এখানে। সেদিক থেকে অবশ্যই শিখর ধাওয়ান ক্লিক করতে পারেন এই ধরনের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে। রোহিত শর্মা- শিখর ধাওয়ানের জুটি যদি এভাবে খাপে খাপ হয়ে যায় তা হলে রানের বন্যা উঠতেই পারে। কে না জানে ভারতীয় ক্রিকেট টিমে বরাবর ব্যাটিং আলাদা ভূমিকা নিয়ে থাকে। সেদিক থেকে বোলিং অনেকটাই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। তবে এবারের ভারতীয় টিম গর্ব করতে পারে নিজেদের বোলিং অ্যাটাকের জন্য। যার মধ্যে সামি-বুমরাহ হল সুপার হিট জুটি। এদের সঙ্গে যজবেন্দ্র চহ্বাল, কুলদীপ যাদব আর রবীন্দ্র জাদেজার স্পিন ত্রয়ী তো থাকছেই। থাকছে হার্দিক পান্ডিয়ার মতো দুর্ধর্ষ মানের অলরাউন্ডার। যার মধ্যে ৮৩ বিশ্বকাপের মহিন্দর অমরনাথের মতো রসদ খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই।

এই প্রতিবেদন যে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে তা বলাইবাহুল্য। তবে আলিপুর বার্তা মোটেই তার জন্য খুশি এমনটা নয়। কারণ দেশ চ্যাম্পিয়ন হতে না পারার শোক অন্যদের মতো এই জাতীয়বাদী মনোভাবাপন্ন পত্রিকার মধ্যেও দগদগে হয়ে ক্ষতের আকার নিয়েছে। আপশোস হচ্ছে কেন ম্যানেজমেন্ট অতিরিক্ত আত্মতুষ্টিতায় ভুগে মূল ফোকাস থেকে এভাবে সরে গেল। এর মাশুল দিতে তো অপেক্ষা করতে হবে আরও ৪ বছর। তার মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট কোন জায়গায় থাকবে না থাকবে তাও তো এখন মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। কপিল, ধোনি বা সৌরভের মতো আক্রমণাত্মক অধিনায়কত্ব অবশ্যই কাম্য আগামীতেও।

কিন্তু তাতে যেন অতিরিক্ত উগ্রতা এসে জল ঢেলে না দেয়। মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো ক্যাপ্টেন কুল মস্তিষ্ক তাই এই মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন ম্যানেজমেন্টের। অনেকেই এই মুহূর্তে অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মাকে দেখতে চাইছেন। এক্ষেত্রেও হঠকারিতা না দেখিয়ে সময়ের সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ভারতীয় ক্রিকেট পরিবারের।

কলকাতা লিগের কঠিন যুদ্ধ

রবীন বিশ্বাস

ঐতিহ্যশালী কলকাতা লিগ ফের শুরুর দোরগোড়ায়। নতুন আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে প্রথম দফার ম্যাচ সূচিও প্রকাশিত হল। প্রথম ম্যাচে যথারীতি গতবারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান মাঠে নামতে চলেছে। ২৬ জুলাই, শুক্রবার নিজেদের মাঠে সবুজ মেরুনের প্রতিপক্ষ গতবারের রানার্স পিয়ারলেস। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংকে পিছনে ফেলে পিয়ারলেসের এই রানার্স হওয়া নিশ্চিতভাবে খুবই আনন্দের কথা। বিশেষ করে যারা ফুটবলের বিকেন্দ্রীকরণ পছন্দ করেন তাদের কাছে তো বটেই। আসলে অল্পসংখ্যক হলেও এখনও ময়দানে কিছু মানুষকে দেখা যায় এমন ছোট দলের সমর্থনে গলা ফাটাতে। তথাকথিত বড় দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ থাকলে তো কথাই নেই। এসব দলের হয়ে প্রোপাগান্ডা করতে তখন যাকে বলে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েন ফুটবল জগতের এই নিখাদ প্রেমীরা। পিয়ারলেস ছাড়াও যে দলটি গত কয়েক বছর ধরে বেশ আলোড়ন ফেলেছে সেটি হল সার্দান সমিতি। আগামী ২৭ জুলাই বারাসত স্টেডিয়ামে সাদার্ন সমিতি মুখোমুখি হচ্ছে বিএসএস স্পোর্টিংয়ের। ওইদিনই কলকাতা লিগের আরও একজোড়া ম্যাচ থাকছে দুই প্রান্তে। হাওড়া স্টেডিয়ামে রেনবো এসি বনাম ভবানীপুর ক্লাব, গয়েশপুর স্টেডিয়ামে কালীঘাট এমসি বনাম কাস্টমস সম্মুখ সমরে থাকছে। ২৯ জুলাই, সোমবার মাঠে নামছে কলকাতা ফুটবলের তৃতীয় প্রধান হিসেবে পরিচিত ও একসময়ের ডাকসাইটে দল মহমেডান স্পোর্টিং নিজেদের মাঠে এরিয়ানের বিরুদ্ধে খেলবে। ৩১ জুলাই,বুধবার নিজেদের মাঠে ইস্টবেঙ্গল নামছে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ এই মাসের মধ্যেই মাঠে নেমে পড়ছে তিন প্রধান। তাদের সঙ্গে গতবারের রানার্স পিয়ারলেস, এরিয়ানস, কাস্টমস, সার্দান সমিতিরা রেনবোও খেলবে তাদের প্রথম ম্যাচ।

কলকাতা লিগ শুরুর মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে ডার্বি নিয়ে। অর্থাৎ কবে হবে মোহন-ইস্ট এর সম্মুখ সমর। শোনা যাচ্ছে অগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় গিয়ে হতে পারে এই ডুয়েল। এখানেই প্রশ্ন উঠছে ডুরান্ড কাপ এ যদি মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে লিগের ডার্বি অনেকটাই ম্লান হয়ে যেতে পারে। যদিও আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায় দাবি করছেন, কলকাতা লিগের ডার্বি আগেই সেরে ফেলবেন। কিন্তু এই দাবির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও কয়েক বছর আগে বড় টিমের মর্যাদা পেত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কালের জাতাকলে পড়ে অবশ্য এখন দুই প্রধানের চেয়ে তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সাদা-কালো দলটি জাতীয় লিগে তো একেবারেই ছিটকে গিয়েছে। কোনওভাবেই ফিরতে পারছে না দেশের মূল স্রোতে। ফলে জাতীয় ফোকাস অনেকটাই নষ্ট হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। অথচ একটা সময় শুধু কলকাতা বলে নয়, ডুরান্ড বা ডিসিএমের আসর বসলে দিল্লি আর রোভার্সে মুম্বইয়ের কাতারে কাতারে সমর্থক মহমেডানের খেলা দেখতে মাঠ ভরাতো। সেই জায়গা থেকে সাদা-কালোর এই পশ্চাদপসরণ অত্যন্ত দুঃখের। এহেন মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সবথেকে বড় টার্গেট হতে চলেছে কলকাতা ফুটবল লিগে দারুণ খেলে জাতীয় ফুটবলের নজরে আসা। সুব্রত ভট্টাচার্যের মতো পোড়খাওয়া মানুষকে কোচ করে সাদা-কালো ম্যানেজমেন্ট এদিক থেকে কিছুটা হলেও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে।

নতুন মরশুম শুরুর ঠিক আগে ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতির খবর নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ করছে কলকাতার বড় টিমগুলিকে। একইসঙ্গে ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে ইগর স্কিমাচের আগমন পুরো দেশের ফুটবলকেই নতুন দিক এনে দিয়েছে। কলকাতা লিগেরঅব্যবহিত আগে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরতে প্রস্তুত মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ করে মোহনবাগানের জন্য গত ২-৩ বছর যথেষ্ট ভালো গেলেও শেষ মুহূর্তের ব্যর্থতা ট্রফি দেয়নি বাগানকে। বলতে গেলে মুখের সামনে থেকে ফসকে গিয়েছে জাতীয় লিগ ও ফেড কাপ। ইস্টবেঙ্গল বরং তুলনামূলকভাবে এই দুবছর অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। তবে গতবছর থেকেই লাল-হলুদ পুরো পালটে গিয়েছে স্প্যানিশ কোচ আলজান্দ্রোর ছোঁয়ায়। আই লিগ জেতার মিশন সফল করতে ঝাঁপিয়ে পড়েও সামান্যর জন্য তা ফসকেছে লাল-হলুদ। এমনিতে মোহনবাগানের গত ৪-৫ বছরে যা পারফেরমেন্স তাতে বাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের যে গুরুত্ব ছিল তা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। এর মধ্যে একবার আই লিগ এসেছে সবুজ মেরুন তাবুতে। গত দুবার মোহন ব্রিগেড যে আই লিগ রানার্স হয়েছে তাকে ভাগ্য বিড়ম্বনা ছাড়া কিই বা বলা চলে। সেই মোহনবাগানী আগ্রাসন ফের অস্তমিত হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সূর্য উত্থানের আবহে। যার নেপথ্যে স্প্যানিশ জাদুর কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

তাও গত ৩-৪ বছর বাগান যে মানে নিজেদের তুলে ধরেছে তা অবশ্য ভুললে চলবে না। কিন্তু ট্রফি না পেলে যাবতীয় পারফরমেন্স মাঠে মারা যায়, এটাই ঘোর বাস্তব। মোহনবাগানের সেই লাগাতার সাফল্যের পিছনে ছিল এক দল ধরে রাখা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তার ওপর কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনের উপস্থিতিও বাগানীদের সেসময় চাগাতে সাহায্য করেছিল। সনি নর্ডির মতো উচ্চমানের বিদেশির পাশাপাশি আজহারউদ্দিন, প্রণয়, সৌভিকদের মতো স্থানীয়রাও এঁদের পাশে নিজেদের উজার করে দিয়েছেন। সেই মোহনবাগানেও এবার পুরো স্প্যানিশ স্পর্শ। কোচ কিবু নিজেও যেমন স্প্যানিশ তেমনই বিদেশির বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও তিনি স্পেনীয় ফুটবলারেই মনোনিবেশ করছেন। এর পিছনে কিবুর অকাট্য যুক্তি হল স্প্যানিশ ফুটবলাররা এমনই ধাঁচের যে তারা যে কোনও আবহ, যে কোনও ভৌগোলিক পরিবেশ বা দেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন। ফলে মোহন-ইস্ট এর এই স্প্যানিশ সমাগমে পুরো কলকাতাই এখন তিকিতাকা জাদুর জন্য অপেক্ষমান।

মুখ থুবড়ে পড়ল বিশ্বজয়ীরা

প্রদীপ্ত দাস : দশদিনও হয়নি তারা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ক্রিকেটের ইতিহাসের ৪৪ বছরে এই প্রথম বিশ্বজয়ী হল ইংল্যান্ড। তার ওপর এই দলটা র‍্যাঙ্কিংয়েও বেশ কিছুদিন ধরেই এক নম্বরে। এমন এক শক্তিশালী দল কিনা ধাক্কা খেল ক্রিকেট জগতের বামন আয়ারল্যান্ডের কাছে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ঘরের মাঠে অ্যাসেজ সিরিজ শুরুর ঠিক আগে ইংল্যান্ড প্রস্তুতি ম্যাচ হিসেবে বেছে নিয়েছিল আয়ারল্যান্ডকে। চারদিনের টেস্টের প্রথমদিনেই ঘটে গেল অঘটন। নীল আকাশ দেশে ফুরফুরে মেজাজে ব্যাটিং নিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে আয়ারল্যান্ড বোলাররা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। মাত্র ৮৫ রানে শেষ হয়ে গেল বিশ্বজয়ীদের প্রথম ইনিংস। দুরন্ত বোলিং করে নায়ক হয়ে উঠলেন আইরিশ তারকা টিম মুরতাঘ। পাঁচ পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে ভেঙে দিলেন ইংরেজ ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। তাকে যোগ্য সঙ্গত করলেন অভিজ্ঞ পেসার মার্ক অ্যাডেয়ার। নিলেন তিনটি উইকেট। দুটি উইকেট তুললেন র‍্যাঙ্কিনও। জবাবে প্রথম ইনিংসে ২০৭ রান তুলে ১২২ রানের লিড নেয় আয়ারল্যান্ড।

সবথেকে বড় কথা আয়ারল্যান্ডের মতো দুর্বল দেশ বলে নিজেদের প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে চায়নি ইংল্যান্ড। নামিয়েছিল একেবারে প্রথম দলটাই। সেই দলের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের এই ব্যর্থতা নিশ্চিতভাবে সমালোচনার মুখে পড়েছে। ইংল্যান্ড যেভাবে ফোটোফিনিশে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাতে অনেকেই তাদের চওড়া কপালকে কৃতিত্ব দিয়েছে। কারণ, আপামর বিশ্ব তথা ক্রিকেটপ্রেমী এখনও নিউজিল্যান্ডকেই নৈতিক জয়ী হিসেবে দেখছেন। ভারত বা অস্ট্রেলিয়ার পারফরমেন্সও ইংল্যান্ডের থেকে সবদিক থেকেই ভালো ছিল। সবথেকে বড় কথা ইংল্যান্ড একসময় গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় নেওয়ার পর্যায় চলে গিয়েছিল। স্বভাবতই বিশ্বকাপের অব্যবহিত পরেই টেস্ট খেলিয়ে দেশ হিসেবে স্বীকৃত দুর্বল আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হয় ইংল্যান্ড। ভাবখানা এমন অ্যাসেজের আগে নিজেদের আত্মবিশ্বাসে চূড়ান্ত আকারে বাড়িয়ে নেওয়া। কিন্তু সেখানেই যেভাবে মুখ পুড়ল ইংল্যান্ডের তাতে অজিদের সঙ্গে তাঁদের সাফল্য নিয়ে জোর প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথরা যেরকম ফর্মে আছেন তাতে উলটপুরাণ হতেই পারে অ্যাসেজে। তাছাড়া বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হারের ক্ষত শুকানোর এত ভালো মঞ্চ যে আর পাওয়া যাবে না তাও বিলক্ষণ বুঝতে পারছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৩ সালের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। দুবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পায় কপিলদেবের ভারত। এর পরেই ক্যারিবিয়ানরা এসেছিল ভারত সফরে। সেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলিংয়ের হাতে দুরমুশ হতে হয় ভারতীয় ব্যাটিংকে। আয়ারল্যান্ডের কাছে ধাক্কা খাওয়ার পর ইংল্যান্ডকেও যে ঘরের মাঠে সেরকম ল্যাজেগোবরে হতে হবে না তাই বা কি করে বলা চলে।

ক্যারিবিয়ান সফরে টিম বিরাট কোহলি

অশোক পালিত : বিশ্বকাপের ধাক্কার পর ভারতীয় ক্রিকেট দল যাচ্ছে ক্যারিবিয়ান সফরে। আর সেই সফরের দল গঠন নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিস্তর জলঘোলা। খুব সম্ভবত রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না। তবে এই সফরে শাস্ত্রীয় সুরেই সঙ্গত করবে ভারতীয় দল। অধিনায়ক বিরাটকে বিশ্রামের প্রস্তাব দেওয়া হলেও তিনি তা অস্বীকার করায় যথারীতি টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে থাকছেন। অন্যদিকে মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসর নিয়ে শত জল্পনার মাঝে মাহি সময় কাটাচ্ছেন ভারতীয় সেনা বাহিনীর সঙ্গে। তার জন্য অবশ্য ক্যারিবিয়ান সফর থেকে তিনি সরে গিয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন পরে ভারতীয় দলে কামব্যাক ঘটিয়েছেন বাংলার ঋদ্ধিমান সাহা। চোট আঘাতের জন্য ভারতীয় টেস্ট টিমের এই নিয়মিত সদস্য ছিটকে গিয়েছিলেন দল থেকে। ঋদ্ধির প্রত্যাবর্তন ভালো খবর হলেও অজিঙ্কে রাহানের মতো নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানকে দলকে শামিল না করা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সরব হয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে অনেকেই। অপরদিকে ভারতকে নিজেদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য প্রস্তুত ক্যারিবিয়ানরাও। সবথেকে বড় কথা প্রায় পূর্ণশক্তির দল নিয়ে ভারতের মোকাবিলায় নামছে তারা। বিশ্বকাপের গ্রুপ লিগের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পর্যুদস্ত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি কোহলি বাহিনীকে। তবে ঘরের মাঠে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে সহজে বশ মানবে না তা বেশ বুঝতে পারছে ভারতীয় দল। কায়রন পোলার্ড, আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারাইনরা যে দলে থাকবে তাদের শক্তি এমনিই বাড়বে। চোটের জন্য ক্রিস গেইল হয়তো থাকতে পারছে না ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডে। তাও এই দল নিয়েই টিম ইন্ডিয়ার মোকাবিলায় বদ্ধপরিকর ওয়েস্ট ইন্ডিজ। উল্লেখ, বিগত কয়েকটি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতের পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো। সুতরাং ভারতের সে অর্থে নেতিবাচক করার কোনও জায়গা নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি ভারতকে হারাতে পারে তাহলে সেটা তাদের পক্ষে ডিভিডেন্ড হয়ে উঠবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com